তিন তালাক
প্রসঙ্গ
আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল-কাফী
আল-কুরায়শী

তিন তালাক প্রসঙ্গ

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী

মূল্য : ১৫'০০ টাকা মাত্র

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর পক্ষে
ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারী
কর্তৃক
৯৮ নং নওয়াবপুর রোড, ঢাকা—১১০০
হইতে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
জমাদিউস সানী, ১৩৩৮ হিঃ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ বাং
ডিসেম্বর, ১৯৫৮ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ
জমাদিউল আওয়াল, ১৩৯৪ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ বাং জুন, ১৯৭৪ইং

তৃতীয় সংস্কারণ
সফর, ১৪০৫ হিঃ
কার্তিক, ১৩৯১ বাং
নভেম্বর, ১৯৮৪ ইং

চতুর্থ সংস্কারণ
রবিউসসানি, ১৪১৭ হিঃ
ভাদ্র, ১৪০৩, আগষ্ট, ১৯৯৬ ইং

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

الحمد لله رب العالمين، و الصلوة و السلام على خاتم المرسلين
و ازواجه امهات المؤمنين وعلى اله و اصحابه نجوم المهتدين و العاقبة
للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين ـ

সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া কোন কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়া বসে, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই পুরুষ ও স্ত্রীর মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠে, সংসারযাত্রা উভয়ের পক্ষে দুর্বিষহ, এমনকি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। উল্লিখিত সংকটে পতিত হইয়া অনেকেই শরীআতে ইহার প্রতিকার কী, তাহা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুখপত্র—"তর্জুমানুল-হাদীসে"র পৃষ্ঠায় বহুবার এই সকল জিজ্ঞাসার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সমস্যাটি যদিও সংগীন তথাপি অনেকেই ইহার সম্মুখীন হইয়া থাকে বলিয়া জিজ্ঞাসার বিরাম নাই।

তিন তালাক প্রসঙ্গে গোড়াগুড়ি হইতেই বিদ্বানগণের মতভেদ চলিয়া আসিতেছে, আর মুসলমানগণ আদিষ্ট হইয়াছেন যে,

فان تنازعتم فى شئ، فردوه الى الله و الرسول، ان كنتم تؤمنون
بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تأويلا ـ

"তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইলে তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূল (দঃ)-কে মধ্যস্থ মান্য কর, যদি সত্যই আল্লাহ ও পারলৌকিক জীবনে তোমাদের আস্থা থাকে। দেখ, ইহাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক আর মতভেদ মীমাংসা করার উৎকৃষ্টতম

পন্থা" (৪ :৫৯)। সুতরাং তিন তালাক সম্বন্ধেও বিদ্বানগণের মতভেদ ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের মীমাংসার দিকে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং ইহাই কলহ নিষ্পত্তির উপায়। অতএব এসম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের মীমাংসা কি—দলনিরপেক্ষ মনে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

মতভেদমূলক বিষয়ে শরীআতের মূলনীতি (Principle) লক্ষ্য করিয়া চলা বিদ্বানগণের অপরিহার্য কর্তব্য। শরীআতে ইসলামের মূলনীতি সমূহের মধ্যে জনগণের কষ্ট ও অসুবিধা বিদূরিত করা অন্যতম।

কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে,

ما جعل عليكم في الدين من حرج -

"দেখ, তোমাদের ধর্মকে আল্লাহ কোনদিক দিয়াই অসুবিধাজনক করেন নাই।" আরও বলা হইয়াছেন :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -

"দেখ, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজসাধ্য, আল্লাহ তাহাই করিতে চান, আর যাহা তোমাদের পক্ষে দুরূহ তিনি সেরূপ কিছুই করিতে ইচ্ছা করেন না" (২ : ১৮৫)। রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন,

احب الدين الى الله الحنيفية السمحة -

আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মনঃপুত হইতেছে একাগ্রচিত্ত ও সহজসাধ্য ধর্মাচরণ।—আহমদ, ইবনে আবিশয়বা ও বুখারী।

বুখারী উল্লিখিত হাদীসটি তাঁহার সহীহ গ্রন্থের "তর্জুমাতুল বাবে" আর আদবুল মুফ্‌রদ গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন।

ফলকথা, তিন তালাক সম্পর্কে বিদ্বানগণের মতভেদের বিভিন্ন প্রকার দলীলগুলি সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্বীকার করিয়া লইলেও তন্মধ্যে যাহা সহজসাধ্য তাহা নির্ণয় করা কর্তব্য।

যাহারা এককালীন তিন তালাককে এক তালাকের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তদনুসারে এরূপ তালাকদত্তা স্ত্রীর সহিত ইদ্দতের মধ্যেই আপোষ করিয়া লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার নির্বাহ করিতে লাগিয়া যায়, কতিপয় গোঁড়া ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তি তাহাদের যৌনসম্পর্ককে ব্যভিচার বলিয়া আখ্যাত আর কোন কোন পীর নামধারী ব্যক্তি এরূপ পরিবারকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখার ধৃষ্টতাও প্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপ লোকদের জ্ঞানচক্ষু উম্মিলিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

উল্লিখিত কারণ পরম্পরায় এই পুস্তিকায় তিন তালাক প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা করা হইল। প্রতিপক্ষের বক্তব্য ও আপত্তিগুলি বিশ্বস্ততার সহিত সংকলিত করিয়া আমি সে সমস্তেরও জওয়াব দিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

যে চতুর্বিধ উদ্দেশ্য লইয়া এই পুস্তিকা সংকলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে কোন একটি উদ্দেশ্য সফল হইলেই আমার সকল শ্রম আমি সার্থক বিবেচনা করিব।

পুস্তিকাখানি প্রবন্ধাকারে "তর্জুমানুল হাদীসের"র "জিজ্ঞাসা ও উত্তর" স্তম্ভে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার জন্য যেভাবে ইহা সংশোধিত ও সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল লেখকের অসুস্থতা ও কর্মব্যস্ততার জন্য তাহা হইয়া উঠে নাই, এমন কি প্রুফ সংশোধন করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমার অন্যতম সহকর্মী মাওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী অনুগ্রহ করিয়া পুস্তিকার প্রুফগুলি দেখিয়া দিয়াছেন, ইহার জন্য আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

পুস্তিকাখানির স্বত্ব আমি পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসকে দান করিয়াছি এবং ইহার সওয়াব আমার ওয়ালেদ মরহুম আল্লামা

আবু মুহাম্মদ সৈয়েদ আবদুল হাদীকে প্রদান করার জন্ত আমি আল্লাহর কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا -

আহ্‌কর—

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্-কুরায়শী

তৃতীয় সংস্করণ

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী সাহেবের "তিন তালাক প্রসঙ্গ" পুস্তিকাখনি তাঁহার জীবদ্দশায় ১৯৫৮ ইং সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় ১৬ বৎসর পর ১৯৭৪ সনের জুন মাসে উহা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। বেশ কিছু দিন পূর্বে পূর্ববর্তী মুদ্রণের সব কিছু নিঃশেষিত হওয়ায় সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক চাহিদা দৃষ্টে এক্ষণে উহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

কাগজের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অনিচ্ছা সত্বেও আমরা মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম।

১/১১/৮৪ ইং — মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

-ঃ চতুর্থ সংস্করণ ঃ-

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াসসালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম। আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলার অপার কৃপায় তিন তালাক প্রসঙ্গ পুস্তিকাটির তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে আজ দীর্ঘদিন। অথচ ইচ্ছা থাকা সত্বেও পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করতে অনেক বিলম্ব ঘটল। দেশবাসীর একান্ত আগ্রহে এবং তালাক সম্পর্কিত এ দেশীয় সামাজিক ব্যাধি নিরসনকল্পে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হোল। আল্লাহ পাক আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন এবং মারহুম আল্লামার দো'আ কবুল করে তাঁর ওয়ালেদ মাজেদকে এর সওয়াব দান করুন! আমিন!

ওয়াস্‌সালামু,

মুহাম্মদ আব্দুল বারী

৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা — সভাপতি

রবিউস সানী, ১৪১৭ হিজরী। — বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

نحمد الله العظيم ونصلى و نسلم على رسو له الكريم' سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم -

প্রথম অধ্যায়

তালাক সম্পর্কে সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া ক্ষিপ্র-গতিতে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা শরীঅতের অনুমোদিত আচরণ নয়। যদি তালাক দেওয়া একান্তই অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে নারী যে সময়ে ঋতুমুক্তা ও পরিচ্ছন্না হইবে, সেই সময়ে যৌন মিলনের পূর্বেই পুরুষ তাহাকে এক তালাক প্রদান করিবে আর নারী তালাকের ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে, কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ মত অপেক্ষার মুদ্দত হইতেছে তিন কুরূ'। বলা হইয়াছে :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ -

"তালাকদত্তা নারীরা তিন কুরূ' পর্যন্ত নিজেদের সংবরণ করিয়া রাখিবে"।—বাকারা : ২২৮ আয়াত।

'কুরূ'র তাৎপর্য ঋতুই হউক আর ঋতুমুক্তিই হউক—এই মুদ্দতের মধ্যে যাহাতে পুনর্মিলন ও সন্ধির সুযোগ থাকিয়া যায়, সেজন্য পুরুষ স্ত্রীকে তাহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবেনা। ইতিমধ্যে পুরুষ যদি স্ত্রীকে ছাড়িতে না চায়, তাহা হইলে তাহাকে স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া লইতে পারিবে। এই শরয়ী রীতির আর একটি বড় সুবিধা

এই যে, ইদ্দতের মুদ্দত নিঃশেষিত হওয়ার পরও উক্ত পুরুষ তাহার তালাকদত্তা নারীকে পুনর্বিবাহ করিতে পারে, অন্য পুরুষের সহিত তাহার বিবাহিতা হওয়ার প্রয়োজন হয়না আর দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ক্রমেই যদি সমঝোতা ও পুনর্মিলন সম্ভবপর হইয়া না উঠে, সে অবস্থায় উক্ত নারীর পক্ষে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পথেও কোন বাধা থাকেনা। এই শরয়ী রীতির মধ্যে যেরূপ অনুশোচনা ও লজ্জার অবকাশ নাই, তেমনি তহলীল প্রভৃতির হাঙ্গামা ও লাঞ্ছনা ভোগেরও আবশ্যকতা দেখা দেয় না। তালাকের এই বিধান সূরা আত্‌তালাকের নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থানে শুধু আয়াতটি উল্লিখিত হইতেছে, ইহার অর্থ পুস্তকের অন্তস্থলে সন্নিবেশিত হইবে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ

يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

আবু দাউদ স্বীয় সুননে হযরত আব্দুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

انه طلق امرأته وهي حائضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس، فتلك العدة التى امر الله ان تطلق لها النساء ـ

"তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে তাঁহার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়াছিলেন। উমর (রাঃ) এই ঘটনা রসূলুল্লাহর (দঃ) গোচরীভূত করায় রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন যে, আবদুল্লাহ বিনে উমরকে বল, স্ত্রীকে ফিরাইয়া লউক আর পরিচ্ছন্না না হওয়া পর্যন্ত উহাকে ধরিয়া রাখুক। তারপর স্ত্রী পুনরায় ঋতুবতী হউক, পুনঃ পরিচ্ছন্না হউক। তখন ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ) রাখুক অথবা স্পর্শ করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দিক। ইহাই হইতেছে (সূরাঃ আত্‌তালাকে বর্ণিত) ইদ্দত যে নিয়ম অনুসারে আল্লাহ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারীও বিভিন্ন তরীকায় তাঁহার সহীহ গ্রন্থে রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

উল্লিখিত হাদীসের সাহায্যে কয়েকটি বিষয় সাব্যস্ত হয়ঃ প্রথম, কুরূ'র অর্থ ঋতুমুক্তি। দ্বিতীয়, নারী ঋতুবতী থাকাকালে তালাক অসিদ্ধ। তৃতীয়, অসিদ্ধ তালাককে রসূলুল্লাহ (দঃ) তালাকের মধ্যে গণ্য করেন নাই।

যে সকল বিদ্বান যুগপৎ ভাবে তালাক দেওয়ার বৈধতা স্বীকার করেন না এবং অবৈধ তালাককে গণনার মধ্যে ধরেন না, তাঁহারা তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় উক্ত হাদীসকে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

একই সময়ে তিন তালাক শরয়ী-রীতির যে প্রতিকূল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত হাদীসটিকেও উপস্থিত করা যাইতে পারেঃ নাসায়ী স্বীয় সনদ সহকারে মাহমুদ বিনে লবীদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم -

"রসূলুল্লাহ (দঃ) অবগত হইলেন, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়াছে। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অতঃপর বলিলেন, আমি এখনও তোমাদের সম্মুখে বর্তমান আছি, তথাপি কি আল্লাহর গ্রন্থের সহিত বিদ্রূপ করা হইতেছে?"

এই হাদীসের সাহায্যে যদিও ইহা বুঝা যায়না যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত তালাককে গণনার মধ্যে ধরিয়াছিলেন কি না, কিন্তু ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) ক্রোধ ও গযবের কারণ।

نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم -

আমরা আল্লাহর গযব ও রসূলুল্লাহর (দঃ) গযব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় বাঞ্ছা করি।

[২]

সূরা আত্তালাকের আয়াত আর উল্লিখিত হাদীস দুইটির উদ্দেশ্য একেবারেই সুস্পষ্ট! অর্থাৎ যাহাতে দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য-জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা না ঘটিয়া শৃংখলা ও শান্তি কায়েম থাকে, তজ্জন্য তালাক দেওয়ার কার্যকে বিলম্বিত করা এবং স্ত্রী ও পুরুষকে তাহাদের মনোভাব স্থির করার জন্য অবসর দেওয়াই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) উদ্দেশ্য। যুগপৎভাবে তিন তালাক দেওয়া নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক ও গা-যোরীর পরিচায়ক। ইহার বৈধতা ও ইহার সংঘটনের ফতওয়া শরীঅতের মহান উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিয়া দেয়, ইহা মানবের মনস্তাত্ত্বিকতা ও চরিত্রের প্রতিকূল।

'শরয়ী-তালাক'—যাহা প্রদান করিয়া পুরুষ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে, মানুষকে তাহার সমগ্র জীবনে এরূপ তালাক দেওয়ার অধিকার মাত্র দুইবার দেওয়া হইয়াছে। দুইবার তালাক দেওয়ার পর পুরুষ তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লউক কিংবা না লউক, যদি তৃতীয় বারেও সে তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রী তাহার পক্ষে চিরকালের জন্য হারাম হইয়া যাইবে, অবশ্য সেই স্ত্রী অপর কোন পুরুষের সহিত বিবাহিতা হওয়ার পর শরয়ী উপায়ে যদি মুক্তি লাভ করিতে পারে—ঠিকা-বিবাহ প্রভৃতি গয়ের-শরয়ী উপায়ে নয়-তবেই তাহার পূর্ব স্বামী নূতন ভাবে বিবাহ করিতে পারিবে।

উল্লিখিত সংবিধানগুলি কুরআন-পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا (الى

قوله) : تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ

بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ـ

"দেখ, মাত্র দুইবার তালাক দিয়াই স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে পুরুষ তাহাকে বিনা বিবাহে ফিরাইয়া লইতে পারে। অতঃপর হয় উক্ত নারীর সহিত উত্তমরূপে সংসার নির্বাহ অথবা উত্তমরূপে বিচ্ছেদ।

আর যে বিবাহ-যৌতুক তোমরা নারীদের দিয়াছ, তাহার কিছুই গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। দেখ, এগুলি আল্লাহর বিধান, তোমরা কদাচ এগুলি লংঘন করিওনা, যাহারা আল্লাহর নির্দ্ধারিত বিধানের সীমা লংঘন করে, তাহারাই অত্যাচারকারী। যদি তৃতীয় বারেও পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহা হইলে সে স্ত্রী অতঃপর তাহার জন্য আর হালাল হইবেনা—যতক্ষণ না সে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হয়। (আল্ বাকারা: ২২৯, ২৩০ আয়াত।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

এইস্থান হইতে উম্মতে মুসলিমার বিদ্বানগণের মধ্যে মতানৈক্যের সূত্রপাত হইয়াছে। ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী (৫৪৪—৬০৬) উল্লিখিত আয়াত প্রসংগে লিখিতেছেন :

قال قوم : ان التطليق الشرعى يجب ان يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة ـ وهذا التفسير هو قول من قال : الجمع بين الثلاث حرام ـ وزعم ابو زيد الدبوسى فى الاسرار ان هذا قول عمر و عثمان وعلى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وابى موسى الاشعرى وابى الدرداء وحذيفة رضى الله عنهم ـ وقول ابى حنيفة (رح) انه وان كان محرما الا انه يقع ـ القول الثانى الطلاق الرجعى مرتان ولا رجعة بعد ثلاثة وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الثلاث، وهو مذهب الشافعى (رح) ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين : الاول : هو اختيار كثير من علماء الدين انه لو طلقها اثنين او ثلاثا لا يقع الا واحدة ـ وهذا القول هو الاقيس لان المنهى عنه على اشتمال النهى يدل على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعى فى ادخال تلك المفسدة فى الوجود وانه غير جائز، فوجب ان يحكم بعدم الوقوع، والقول الثانى وهو قول ابى حنيفة انه وان كان محرما الا انه يقع، وهذا منه بناء على ان النهى لا يدل على الفساد ـ

"বিদ্বানগণের একটি দলের অভিমত এই যে, শরয়ী-তালাকের একসঙ্গে একত্র তিন তালাক দেওয়ার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রথমের পর দ্বিতীয়, অতঃপর তৃতীয় বারে তালাক দেওয়া আবশ্যক। যেসকল বিদ্বান যুগপৎভাবে তিন তালাক দেওয়া হারাম বলিয়া থাকেন, উল্লিখিত ব্যাখ্যা তাহাদেরই অভিমত। আল্লামা

আবু যায়েদ হুবুসী স্বীয় 'আস্‌রার' নামক 'অস্থূলে ফিক্‌হে'র গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার কার্যকে হযরত উমর, উসমান, আলী, আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিনে উমর, ইম্‌রান বিনে হুসাইন, আবু মুসা আশ্‌আরী, আবুদ্দারদা ও হুযায়ফা প্রভৃতি সাহাবাগণ হারাম বলিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফার অভিমত এই যে, এক সঙ্গে তিন তালাক যদিও হারাম, তথাপি উহা তিন তালাক বলিয়াই গণনীয় হইবে। দ্বিতীয় অভিমত এই যে, যে তালাক দিয়া স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা দুই তালাক পর্যন্ত; তৃতীয় তালাকের পর আর ফিরাইয়া লওয়ার পথ নাই। যাঁহারা তিন তালাক একত্রিত ভাবে দেওয়াকে সিদ্ধ বলেন, এই উক্তি হইতেছে তাঁহাদের প্রদত্ত উল্লিখিত আয়াতের তফসীর, ইহাই ইমাম শাফেয়ীর অভিমত। বিদ্বানগণের এই দলটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন: একদল বলেন, এবং ইহা বহু ধর্মীয় বিদ্বানগণের অভিমত যে, এক সঙ্গে দুই বা তিন তালাক প্রদান করিলে তাহা শুধু এক তালাক বলিয়াই গণনীয় হইবে। এই অভিমতই সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ শরয়ী তালাক-ব্যবস্থা দ্বারা যে সকল অনিষ্টের প্রতিরোধ করা হইয়াছে, একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক বলিয়া গণ্য করার ব্যবস্থা উক্ত অনিষ্টসমূহকে সৃষ্টি করার প্রেরণা যোগাইতেছে এবং ইহা অবৈধ। অতএব একত্রিত তিন তালাক, তিন তালাক রূপে গণনীয় না হওয়ার ব্যবস্থা প্রদান করাই ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় অভিমত অর্থাৎ একত্রে তিন তালাক হারাম হইলেও উহা তিন তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে, ইমাম আবু হানীফার এই অভিমতের ভিত্তি এই যে, তালাক গণ্য না করার ব্যবস্থায় উল্লিখিত অনিষ্টসমূহের কোন ইঙ্গিত নাই। (১)

---

(১) মফাতীহুল গায়েব (২) ৩৪৯—৩৫০ পৃঃ।

ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী মতভেদের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। বস্তুতঃ যুগপৎভাবে তিন তালাকের বৈধতা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বিদ্বানগণের অভিমত বিভিন্ন রূপ:

১। একসঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা হারাম।

২। হারাম হওয়ার জন্য উক্ত তালাক আদৌ গণনীয় হইবে না।

৩। হারাম হইলেও উহা তিন তালাক বলিয়াই গণনীয় হইবে।

৪। একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া সিদ্ধ। সুতরাং এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক বলিয়াই গণনীয় হইবে।

৫। একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া জায়েয এবং তালাকদাতার অভিপ্রায় অনুসারে তিন তালাকের প্রয়োগ নির্ণয় করা হইবে। যদি তিন তালাকের উদ্দেশ্য না থাকে, শুধু কথাকে যোরদার করার জন্যই সে তিনবার তালাক যুগপৎভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা এক তালাক আর তিন তালাকের অভিপ্রায়ে উচ্চারণ করিয়া থাকিলে উহা তিন তালাক বলিয়া গণনীয় হইবে।

৬। অক্ষত-যোনি নারীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে প্রথম তালাকেই সে 'বায়েনা' হইবে। অর্থাৎ তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া চলিবেনা, কিন্তু নূতন ভাবে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করা চলিবে।

৭। অক্ষত-যোনি নারীকে এক সংগে তিন তালাক দিলে অন্য পুরুষের সহিত সে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে গ্রহণ করার উপায় নাই।

৮। ক্ষত ও অক্ষত যোনি উভয়বিধ নারীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে উল্লিখিত সপ্তম শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

৯। অক্ষত-যোনি নারীকে এক সংঙ্গে তিন তালাক দিলে উহা এক তালাক বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এক সঙ্গে তিন তালাক অবৈধ, কিন্তু প্রদান করিলে সকল অবস্থায় এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বস্তুতঃ এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া যে শরীঅতের বিধি-বহির্ভূত, এসম্বন্ধে সাহাবাগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। আর এক মুখে তিন তালাক একত্রে প্রদান করিলে তিন তালাকই প্রযোজ্য হইবে—একথাও প্রথম যুগে কাহারও মুখ হইতে উচ্চারিত হয় নাই। অবৈধতার প্রমাণ ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদের দ্বিতীয় দাবীর প্রমাণ আমরা নিম্নে উধৃত করিব :

প্রথম প্রমাণ

ইমাম মুসলিম তাঁহার সহীহ গ্রন্থে আবদুর রায্যাকের প্রমুখাৎ, তিনি তাউসের পুত্রের বাচনিক এবং তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের সাক্ষ্য উধৃত করিয়াছেন যে,

انه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وسنتين من خلافة عمر رضى الله عنهما طلاق الثلاث واحدة ـ فقال عمر رضى : ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلو امضينا عليهم فامضاه عليهم !

তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে আর হযরত আবু বকরের সময়ে আর হযরত উমরের খিলাফতের দুই বৎসর কাল পর্যন্ত একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণনীয় হইত। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, যে বিষয়ে জনগণকে মুহ্লৎ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা উহাকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা তাহাদের উপর তিন তালাকের বিধান জারী করিয়া দেই, তাহা হইলে উত্তম হয়। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) সেই ব্যবস্থাই প্রবর্তিত করিলেন। (১)

---

(১) সহীহ মুসলিম—নববীসহ (১) ৪৭৭ পৃঃ।

দ্বিতীয় প্রমাণ

ইমাম মুসলিম পুনঃ আবদুর রায্যাকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইবনে জুরায়েজ আমার কাছে বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি বলেন, তাউসের পুত্র আমার কাছে বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি তাহার পিতার উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

ان ابا الصهباء قال لابن عباس : اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وثلاثا من امارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم !

আবুস্ সাহ্বা—ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ইহা অবগত আছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও আবু বকরের যুগে এবং উমরের শাসনকালের তিন বৎসরকাল পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করা হইত? হযরত ইবনে আব্বাস বলিলেন, হাঁ। (১)

ইমাম আবু দাউদও এই হাদীসটিকে তাঁহার নিজস্ব সনদে আবদুর রায্যাক ও ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়তে হাদীস বর্ণনা পদ্ধতিতে স্বীয় সুননে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। (২)

তৃতীয় প্রমাণ

মুসলিম পুনঃ স্বীয় সনদে হাম্মাদ বিনে যয়েদের নিকট হইতে এবং তিনি আইয়ুব সখ্তিয়ানীর নিকট হইতে এবং তিনি ইবরাহীম বিনে ময়সরার নিকট হইতে এবং তিনি তাউসের নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

ان ابا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فاجازه عليهم -

(১) সহীহ মুসলিম (১) ৪৭৮ পৃঃ।

(২) আবু দাউদ, সুনন, আওন সহ (২) ২২৮ প।

আবুস সাহ্বা ইবনে আব্বাসকে বলিলেন, আপনি আপনার সংক্ষিপ্ত জওয়াবে আমাকে বলুন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ও আবু বকর সিদ্দীকের সময়ে একত্রিত তিন তালাক কি এক তালাক ছিল না? ইবনে আব্বাস বলিলেন, একই ছিল, কিন্তু উমরের যুগে যখন জনসাধারণ উপর্যুপরি এক সংগে তিন তালাক দিতে লাগিয়া গেল, তখন হযরত উমর তাহাদের উপর তিন তালাকের আদেশ প্রয়োগ করিলেন। (১)

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে এবং হযরত আবু বকরের শাসনকালে যুগপৎভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার রীতি সম্পর্কিত হযরত ইবনে আব্বাসের সাক্ষ্য শুধু আবুস্ সাহ্বাই বর্ণনা করেন নাই, ইবনে আব্বাসের ছাত্র তাউসও উহা সরাসরিভাবে হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তাউসের নিকট হইতে এই সাক্ষ্য দুই ব্যক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন। একজন তাউসের পুত্র আবদুল্লাহ আর একজন ইব্রাহীম বিনে ময়সরা। আবার ইবনে তাউসের প্রমুখাৎ ইবনে জুরায়জ সরাসরিভাবে ও আবদুর্ রায্যাক সরাসরিভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, পুনশ্চ এই হাদীস ইব্রাহীম বিনে ময়সরার নিকট হইতে আইয়ুব সখতিয়ানীও রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং একাধারে সখতিয়ানীর নিকট হইতে হাম্মাদ বিনে যয়েদ এবং ইবনে জুরায়জের বাচনিক আবদুর্ রায্যাক ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন। সুতরাং এই হাদীসটি যে প্রত্যেক স্তরে একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। অতএব এই হাদীস সম্বন্ধে কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

---

(১) সহীহ মুসলিম (১) ৪৭৮ পৃঃ।

[৩]

ইমাম ইস্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ে (২৬১—৩৩৮) এবং পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে আরও কতিপয় ব্যক্তি একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাকের পর্যায়ভুক্ত করিতেন কিন্তু যেসকল নারীর সহিত তাহাদের পুরুষরা সঙ্গম করে নাই, শুধু তাহাদের বেলাতেই তাঁহারা এই নির্দেশ প্রযোজ্য বলিয়া ব্যবস্থা দিতেন। ইহারা তাঁহাদের ব্যবস্থার পোষকতায় যে দলীল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল :

روى ابو داؤد بسندہ عن حماد بن زيد عن ايوب عن غير واحد عن طاؤس ان رجلا يقال له ابو الصبهاء كان كثير السوال لابن عباس قال : اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وصدرا من خلافة عمر ؟ قال ابن عباس : بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وصدرا من اماراة عمر، فلما راى الناس قد تتابعوا فيها، قال اجيزو هن عليهم -

"আবু দাউদ স্বীয় সনদ সহকারে হাম্মাদ বিনে যয়েদের নিকট হইতে এবং তিনি আইয়ুব সখতিয়ানীর নিকট হইতে এবং তিনি একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে এবং তাঁহারা তাউসের নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আবুস সাহ্‌বা নামক জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসকে সকল সময়ে বহুরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তিনি একদা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ইহা অবগত আছেন যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে একত্রিতভাবে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহর (দঃ) সময়ে এবং আবু বকরের যুগে এবং উমরের খিলাফতের প্রাথমিক ভাগে উক্ত তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণ্য করা হইত? ইবনে

আব্বাস বলিলেন, হাঁ! রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর ও উমরের খিলাফতের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যৌনসংযোগের পূর্বেই স্ত্রীকে একত্র তিন তালাক দিলে উহাকে এক তালাক বলিয়াই গণ্য করা হইত কিন্তু যখন উমর দেখিতে পাইলেন যে, লোকেরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিতে লাগিয়া গিয়াছে অর্থাৎ একত্রে তিন তালাক দেওয়ার রীতি সীমালংঘন করিয়া চলিয়াছে, তখন তিনি তাহাদের জন্য একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া দিলেন। (১)

কিন্তু তিন তালাককে যে সকল নারীর সহিত সঙ্গম হয় নাই, শুধু তাহাদের জন্য এক তালাকরূপে সীমাবদ্ধ করার নির্দেশ বিভিন্ন কারণে সঠিক নয়। কারণ,

১। উপরিউক্ত হাদীসের সনদ বিভিন্ন এবং উহাতে অজ্ঞাতনামা রাবী রহিয়াছেন। আইয়ুব যে একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে তাউসের রেওয়ায়েত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই একাধিক ব্যক্তি কাহারা তাহা জানা নাই। হাফিয মন্‌যরী বলিয়াছেন ঃ

الرواة عن طاوس مجاهيل -

যাহারা তাউসের নিকট হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছে, তাহারা অজ্ঞাত ব্যক্তি। (২)

২। স্বয়ং আবু দাউদ স্বীয় সনদ সহকারে "আন্‌আনার" পরিবর্তে "তহদীসের" নিয়ম অনুসারে এই হাদীসটি আবদুর রায্‌যাকের বাচনিক এবং তিনি ইবনে জুরায়জের বাচনিক এবং তিনি তাউসের পুত্রের বাচনিক এবং তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন,

---

(১) আবু দাউদ, সুনান, [illegible], ২য় খণ্ড, ২২৮ পৃঃ।
(২) [illegible]

ان ابا الصهباء قال لابن عباس : اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وثلاثا من امارة عمر ؟ قال ابن عباس : نعم ।

আবুস সাহবা ইবনে আব্বাসকে বলিলেন, আপনি কি ইহা অবগত আছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ও হযরত আবু বকরের যুগে আর হযরত উমরের খিলাফতের তিন বৎসর পর্যন্ত একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইত ? ইবনে আব্বাস বলিলেন, হাঁ ! (১)

সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়াই এই হাদীস সহীহ্ মুসলিমের অনুরূপ, ইহাতে অজ্ঞাতনামা রাবী নাই, ইহা 'আনআনা' ভাবেও বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং যৌন সংযোগ সম্পর্কিত হাদীস যদি ইহার বিপরীত হয়, তাহা হইলে উহার তুলনায় এই হাদীস উৎকৃষ্টতর ও বলিষ্ঠতর, আর ইহাতে যৌন সংযোগ হওয়া বা না হওয়ার উল্লেখ নাই। আর যদি বলা হয়, এই দুই হাদীসে বিরোধ নাই, তাহা হইলে আর কোন গণ্ডগোল থাকে না, কারণ যৌন সংযোগ না হওয়ার হাদীস দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় না যে, যে সকল হাদীসে ওকথার উল্লেখ নাই, সেগুলি উড়াইয়া দিতে হইবে। যদি একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাকরূপে গণ্য করার ব্যবস্থা, যাহাদের সহিত যৌনসংযোগ হইয়াছে আর যাহাদের সহিত হয় নাই, উভয়বিধ নারীর প্রতি প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে উভয় হাদীসে কোন বিরোধ থাকে না।

৩। এ সম্পর্কে যতগুলি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিতেই যৌন-সংযোগ না হওয়ার শর্ত উল্লিখিত নাই এবং ইমাম মুসলিমও এই ব্যতিক্রম উল্লেখ করেন নাই।

(১) আওনুল মা'বুদ (২) ২৩০ পৃঃ।

চতুর্থ প্রমাণ

আবূ দাউদ আবদুর্ রায্‌যাকের হাদীস হইতে, তিনি ইবনে জুরায়জের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবূ রাফে' এর কোন পুত্র ইকরিমার নিকট হইতে এবং তিনি ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

قال : طلق عبد يزيد أبو ركانه واخوته ام ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغنى عنى الا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها، ففرق بينى وبينه فاخذت النبى صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة واخوته، ثم قال لجلسائه : اترون فلانا يشبه منه كذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم ! قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها ففعل ! قال راجع امراتك ام ركانه واخوته فقال : انى طلقتها ثلاثا يا رسول الله ! قال قد علمت، راجعها ! وتلى : ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخر الاية ـ

রুকানা ও তদীয় ভ্রাতাগণের পিতা আব্দ ইয়াযীদ রুকানার জননীকে তালাক দিয়া মুযায়না গোত্রের জনৈকা নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটি একদা রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মস্তক হইতে একটি কেশ উৎপাটিত করিয়া বলিল, এই কেশটিতে যেরূপ হয়, আব্দ ইয়াযীদ দ্বারা তাহার অতিরিক্ত আমার কার্যোদ্ধার হয় না, আপনি উহার সহিত আমার বিচ্ছেদ করিয়া দিন। রসূলুল্লাহ (দঃ) উষ্মা বোধ করিলেন এবং রুকানা ও তাহার ভাইদের ডাকাইয়া আনিলেন। অতঃপর সমবেত লোকদেরকে বলিলেন, দেখ দেখি, আব্দ ইয়াযীদের এই পুত্রের দেহের অমুক অমুক অংশে আর এই পুত্রের অমুক অমুক অংশে কি আব্দ ইয়াযীদের সৌসাদৃশ্য নাই? সকলেই বলিল, অবশ্যই আছে। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) আব্দ ইয়াযীদকে বলিলেন, উহাকে তালাক দাও! তিনি

তাহাই করিলেন। অতঃপর তাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার স্ত্রী—রুকানা ও তাহার ভাইদের জননীকে-পুনঃ গ্রহণ করো। আব ইয়াযীদ বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি উহাকে তিন তালাক দিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি জানি, তুমি উহাকে গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি সূরা-আত্‌তালাকের প্রথম আয়াতটি পাঠ করিলেন:

(যাহা আমি এই নিবন্ধের গোড়ায় উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহার অনুবাদ এই যে,) "হে নবী, যদি আপনি স্ত্রীকে তালাক দিতে চান, তাহা হইলে তাহাদের ইদ্দত অনুসারে তালাক দিন এবং ইদ্দত গণনা করিতে থাকুন এবং আপনার প্রভু সম্বন্ধে সাবধান হউন। দেখুন, তালাকের পর স্ত্রীদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন না আর তাহারাও যেন স্বামী গৃহ ছাড়িয়া বহির্গত না হয়। অবশ্য যদি খোলাখুলি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, দেখুন ইহা আল্লাহর বিধানের সীমারেখা, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়, সে নিজের উপরেই অত্যাচার করিয়া থাকে, সে এ কথা অবগত নয়, যে, তালাকের পরও আল্লাহ অন্য কোন পন্থা বাহির করিতে পারেন। (১)

সুরত আত্‌তালাকের আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে তালাকের বিধান প্রদান করিয়াছেন, তাহা ইদ্দতের তালাক, আকস্মিক ও যুগপৎ তালাক নয়। ইদ্দত শেষ হওয়ার পুর্বেই মীমাংসা করিতে হইবে যে, পুরুষ তাহার স্ত্রীকে লইয়া শান্তি-পুর্ণ জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবে, না চিরদিনের মত তাহাকে পরিহার করিবে। তিন তালাক একত্রিত ভাবে বলবৎ করিতে হইলে কোরআনের এই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ ইদ্দত গণনা করার কোন অবসর এ অবস্থায় থাকেনা। তারপর আয়াতের

(১) সুনেন আবিদাউদ [২] ২২৬ পৃঃ আওন সহ।

শেষাংশে এই মুহ্লত দেওয়ার ও তালাকের শেষকে বিলম্বিত করার তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ তালাকের পর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অনুশোচনার সঞ্চার হইতে পারে, তাই পুনর্মিলনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তিন তালাকের আকস্মিক ও যুগপৎ প্রয়োগ আল্লাহর কথিত তাৎপর্যের পরিপন্থী আর তালাকের আসল উদ্দেশ্যই এই পদ্ধতিতে পণ্ড হইয়া যায়! অনুশোচনা ও পুনর্মিলনের সমুদয় সম্ভাবনা এক চোটেই ফুরাইয়া যায়। এই মহান উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আব্দ ইয়াযীদকে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার একত্রিত ভাবে তিন তালাক-প্রদত্তা স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে আদেশ দিয়াছিলেন।

(৪)

আব্দ ইয়াযীদের উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে কোন কোন বিদ্বান দ্বিবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন :—

প্রথমতঃ ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ আবু দাউদ বলেন, আবদুল্লাহ বিনে ইয়াযীদ বিনে রুকানা তাঁহার পিতার নিকট হইতে এবং তিনি রুকানার নিকট হইতে এই ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন যে,

ان رکانة طلق امرأته البتة فردها اليه النبى صلى الله عليه وسلم -

রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে নিশ্চয়বাচক অর্থে তালাক দিয়াছিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে তাহার স্ত্রী ফিরাইয়া দেওয়ান। (১)

ইহা অনস্বীকার্য যে, আব্দ বিনে ইয়াযীদের হাদীস সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। যদিও ইবনে জোরায়েজ 'তহ্দীসী' নিয়মে এই ঘটনা আবু রাফে' এর কোন বংশধরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু সে বংশধর কে সনদে তাহা উল্লিখিত নাই। পক্ষান্তরে

(১) সুনানে আবিদাউদ (২) ২৭৬ পৃঃ।

আবু রাফে' এর বংশধরগণের মধ্যে ফযল বিনে উবায়দুল্লাহ বিনে আবু রাফে' ব্যতীত অন্য কাহারও অবস্থা রিজালশাস্ত্রের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইহাকে হাফেযুল-ইসলাম ইবনে হজর গ্রহণীয় (মকবুল) বলিয়াছেন। (১)

এইটুকু সন্দেহের জন্য আব্দ ইয়াযীদের হাদীস সম্পূর্ণ বর্জনীয় হইতে পারে না, বিশেষতঃ ইহার পোষকতায় যখন বিশুদ্ধ হাদীসও মওজুদ রহিয়াছে। এক্ষণে এইরূপ কতিপয় প্রমাণ উধৃত করা হইবে।

পঞ্চম প্রমাণ

ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালা তাঁহাদের সনদ সহকারে বলিতেছেন, মুহাম্মদ বিনে ইসহাক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি দাউদ বিনে হুসাইনের বাচনিক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইকরিমার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস বলিলেন,

قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد' فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال طلقتها ثلاثا فى مجلس واحد! فقال النبى صلى الله عليه وسلم انما تلك واحدة' فارتجعها ان شئت ـ فارتجعها ـ

আব্দ ইয়াযীদের পুত্র রুকানা তাঁহার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর জন্য অতিশয় শোকাকুল হন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়লন, তুমি উহাকে কিরূপ তালাক দিয়াছ? রুকানা বলিলেন, একত্রিত ভাবে তিন তালাক দিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে, সুতরাং তুমি যদি মনে কর তবে উহাকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পার। ইহাতে রুকানা তাঁহার তিন তালাক-দত্তা স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইলেন।

(১) তকরীব, ৩০০ পৃঃ।

এই হাদীসটি বিশুদ্ধ, ইহা সর্বপ্রকার ত্রুটি বিমুক্ত! হাফিযুল ইসলাম ইবনে হজর বলেন,

صححه ابو يعلى من طريق محمد ابن اسحاق' وقال هذا الحديث نص في المسئلة لا يقبل التاويل الذى فى غيره من الروايات -

হাফিয আবু ইয়ালা মোহাম্মদ বিনে ইসহাকের মাধ্যমে বর্ণিত এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই হাদীসটি বক্ষমান মসআলার অকাট্য প্রমাণ। অন্যান্য রেওয়ায়তে যে সকল ত্রুটি বা পরোক্ষ ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে, ইহাতে সেগুলি নাই। (১)

(৫)

কেহ কেহ ঐতিহাসিক কুলাগ্রগণ্য মুহাম্মদ বিনে ইসহাকের বিরুদ্ধে 'তদলীসের' অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্বানগণ সম্যক অবগত আছেন যে, মুদাল্লিসের 'আন্আনা' অগ্রাহ্য হইলে তাঁহার 'তহদীস' কদাচ অগ্রাহ্য নয় আর এই হাদীসটি মোহাম্মদ বিনে ইসহাক 'আনআনা'র পরিবর্তে "হাদ্দাসানী' বলিয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন। সুতরাং এই আপত্তির অলীকতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত আবু রাযে' এর হাদীসের প্রামাণিকতাও সাব্যস্ত হইল।

দ্বিতীয় আপত্তি একান্ত হাস্যকর! রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে নিশ্চয়-বাচক তিন তালাক দিয়াছিলেন বলিয়া আবু দাউদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে পরম বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। আমি বলিতেছি, এই হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও ইবনে হিব্বানও স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন। রুকানার স্বীয় স্ত্রীকে 'আল-বাত্তা'র তালাক দেওয়ার ঘটনা যদি পরম বিশুদ্ধও হয়, তাহাতে তাঁহার পিতা আব্দ বিনে ইয়াযীদের তিন তালাকের হাদীস বাতিল হইবে কেমন করিয়া? পিতা ও পুত্রের ঘটনা কি পৃথক পৃথক হইতে

(১) ফতহুল বারী, (৯) ২১০ পৃঃ।

পারে না ? তারপর 'আলবাত্তা'র হাদীসটি মুহাম্মদ বিনে ইসহাকের হাদীসের প্রতিকূল নয় কি ? আর ইবনে ইসহাকের হাদীসের বিশুদ্ধতাও কি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই ?

(৬)

আসুন পাঠক, "আলবাত্তা"র হাদীসটি কিরূপ পরম বিশুদ্ধ, এইবারে তাহা পরীক্ষা করা যাক।

হাফিয ইবনে হজরের উক্তি এই যে,

واختلفوا هل هو من مسند ركانة او مرسل عنه - صححه ابو داؤد وابن حبان واعله البخاری بالاضطراب وقال ابن عبد البر ضعفوه' قال العقيلی اسناده مضطرب -

'আলবাত্তার' হাদীস স্বয়ং রুকানা বর্ণনা করিয়াছেন, না উহা তাঁহার নামে মুর্সল আকারে বর্ণিত হইয়াছে, এসম্পর্কে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহার সনদে অসামঞ্জস্যতার দোষ ধরিয়াছেন। ইবনে আবদুল বর বলেন, বিদ্বানগণ 'আলবাত্তা'র' হাদীসকে দুর্বল বলিয়াছেন। (১) উকায়লী এই হাদীসের সনদকে অনিশ্চিত বলিয়াছেন। হাফিয যহবী বলেন, জরীর বিনে হাযিম আন যুবায়র বিনে সঈদ আন্ আবদিল্লাহ বিনে ইয়াযীদ বিনে রুকানা আন্ আবিহে আন্ জাদ্দিহী এই সনদে বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে

قال البخاری : لم يصح حديثه لفرد به جرير -

ইমাম বুখারীর সাক্ষ্য এই যে, আলী বিনে যয়েদের হাদীস সঠিক নয়, অধিকন্তু একমাত্র জরীর ব্যতীত অন্য কেহই ইহা রেওয়ায়ত করেন নাই। (২)

(১) তালখীসুল হাবীর (২) ৩১৯ পৃঃ।

(২) মীযানুল ই'তিদাল (২) ২১৬ পৃঃ।

হাফিয ইবনে হজর আলী বিনে ইয়াযীদ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে,

علی بن یزید بن رکانه مستور من الرابعة ـ

তিনি ৪র্থ স্তরের অজ্ঞতনামা রাবী ।(১)

আবার জরীর যে যুবায়ের বিনে সাঈদের নিকট হইতে এই হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন, ইমাম নাসায়ী তাঁহাকে যঈফ বলিয়াছেন।

আল্লামা শওকানী বলেন,

وقد ضعفه غير واحد وقيل انه متروك ـ

একাধিক বিদ্বান যুবায়ের বিনে সাঈদকে দুর্বল সাব্যস্ত করিয়াছেন, এমন কি তাঁহাকে পরিত্যাজ্যও বলা হইয়াছে। (২)

ইমাম শাফেয়ীর সনদের রাবীগণের অবস্থাও তথৈবচ। আল্লামা আবদুল হক তাঁহার আহ্‌কামে বলিয়াছেন,

فی اسناد حدیث الباب عبد الله بن علی بن السائب عن نافع بن عجیر بن عبد یزید عن رکانة والزبیر بن سعید عن عبد الله بن علی بن یزید بن رکانة عن ابیه عن جده وکلهم ضعفاء والزبیر أضعفهم ـ

এই হাদীসের সনদে যে আবদুল্লাহ বিনে আলী বিনে সায়েব রহিয়াছেন তিনি নাফে বিনে উজায়ের বিনে আব্দ ইয়াযীদের নিকট হইতে এবং তিনি রুকানার নিকট হইতে ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং যুবায়ের বিনে সাঈদ আবদুল্লাহ বিনে রুকানার নিকট হইতে আর আবদুল্লাহ তদীয় পিতা আলী বিনে ইয়াযীদের এবং তিনি তদীয় পিতামহ রুকানার নিকট হইতে এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ইহারা সকলেই দুর্বল আর তাঁহাদের মধ্যে যুবায়ের বিনে সাঈদ সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্বল। (৩)

---

(১) তকরীব, ২৭৫ পৃঃ

(২) মীযান (১) ৩০৮ পৃঃ

(৩) তা'লিকুল মুগনী [৩] ৪৩৯ পৃঃ।

ইমাম খাত্তাবী বলেন,

وقد حكى الخطابى ان الامام احمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها !

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল এই হাদীসের সমুদয় সনদকেই দুর্বল সাব্যস্ত করিতেন! (১) হাফিয ইবনুল কাইয়েমের অভিমত এ বিষয়ে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذى لا يعرف حاله البتة ولا يدرى من هو ولا ما هو على ابن جريج و معمر وعبد الله بن طاؤس فى قصة ابى الصهباء وقد شهد امام الحديث محمد بن اسمعيل البخارى بان فيه اضطرابا هكذا قال الترمذى فى الجامع وذكر عنه فى موضع أخر انه مضطرب' فتارة يقول طلقها ثلاثا وتارة يقول واحدة وتارة يقول البتة - وقال الامام احمد: وطرقه كلها ضعيفه وضعفه ايضا البخارى حكاه المنذرى عنه' ثم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بنى ابى رافع' واولاده تابعيون وليس فيهم متهم بالكذب' وقد روى عنه ابن جريج -

"বড়ই আশ্চর্য্য যে, নাফে' বিনে উজায়ের যে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি আর যাহার অবস্থা অবিদিত, সে যে কে আর কি তার পরিচয় কিছুই জানা নাই, তাহাকে আবুস সহ্বার হাদীস রেওয়ায়তকারী ইবনে জুরায়জ, মা'মর ও আবদুল্লাহ বিনে তাউস প্রভৃতির অগ্রগণ্য করা হয়, অথচ হাদীস শাস্ত্রের অধিনায়ক মুহাম্মদ বিনে ইসমাঈল বুখারী সাক্ষ্য দিয়াছেন, নাফে' বিনে উজায়রের হাদীসে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী, তাঁহার জামে' গ্রন্থে ইহা উধৃত করিয়াছেন। অন্যস্থানে বুখারী স্বয়ং নাফে'কেই অস্থির বলিয়াছেন, কখনও তিনি বলেন, রুকানা তিন তালাক দিয়াছিলেন, কখনও বলেন, এক তালাক, আর কখনও বা বলেন আলাবাত্তা তালাক দিয়াছিলেন। ইমাম আহ্মদ বলেন, এই হাদীসটি যতগুলি বিভিন্ন

(১) যাদুল মা'আদ।

তরীকায় বর্ণিত হইয়াছে উহার সমস্তই দুর্বল। হাফেয মন্‌যরী লিখিয়াছেন যে, ইমাম বুখারীও তাঁহাকে দুর্বল বলিয়াছেন। ইবনুল কাইয়েম বলেন, এমতাবস্থায় এরূপ অনিশ্চিত ও অজ্ঞাতনামা হাদীসকে আবদুর রায্‌যাক-আন-ইবনে জুরায়জের হাদীসের উপর শুধু আবু রাফে'র কোন পুত্রের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকার দরুণ কেমন করিয়া অগ্রগণ্য করা চলিবে? অথচ তাঁহার পুত্রগণ তাবেয়ী এবং তন্মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যাকথনের অভিযোগও নাই এবং ইবনে জুরায়জের ন্যায় ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।" (১)

চতুর্থ অধ্যায়

উল্লিখিত প্রমাণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া আহলে হাদীস বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন, পুরুষ আকস্মিক ভাবে স্ত্রীকে একত্রিত তিন তালাক প্রদান করিলে উহা এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে এবং এক তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে পুরুষ তাহার সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে আর যদি ইদ্দত নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনর্বিবাহ দ্বারা উক্ত নারীকে গ্রহণ করা চলিবে। সূরত আল্ বাকারার ২৩২ আয়াতে উপরি উক্ত নির্দেশের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ـ

(১) যাদুল মা'আদ (৪) ৮৪ও ৮৫ পৃঃ।

"তোমরা স্ত্রীকে যদি তালাক দাও আর তাহারা তাহাদের ইদ্দত শেষ করিয়া ফেলে তাহা হইলে তোমরা স্ত্রীদের পথে তাহাদের স্বামীদের সহিত বিবাহিতা হইতে বাধা সৃষ্টি করিওনা, অবশ্য যদি তাহারা সততার সহিত পরস্পর সম্মত হয়, তবেই। তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহাদিগকে এই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। এই বিধান তোমাদের জন্য মলিনতাবিমুক্ত ও সুন্দর। বস্তুতঃ যাহা উত্তম, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন, তোমরা অবগত নও।"

ইমাম ইবনে জরীর বলিয়াছেন,

واتفق اهل التفسير ان المخاطب بذالک الاولياء ۔

"কুরআনের ভাষ্যকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতে নারীর অভিভাবকগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

হাফিয ইবনুল মুনযির আলী বিনে তল্‌হার মাধ্যমে ইবনে আব্বাসের উক্তি উধৃত করিয়াছেন :

هى فى الرجل يطلق امراته فتقضى عدتها فيبدو له ان يرجعها وتريد المرأة ذالک فيمنعه وليها ۔

"এই আদেশ এরূপ পুরুষ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে যে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে এবং পুনর্মিলনের পূর্বে ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ পুরুষ তাহার সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে চায় আর স্ত্রীর ইচ্ছাও তাহাই, কিন্তু স্ত্রীলোকটির অভিভাবকরা সেই বিবাহে অন্তরায় হয়।" (১)

ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ গ্রন্থে হাসান বস্‌রীর মাধ্যমে মা'কেল বিনে ইয়াসারের ঘটনা রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তাঁহার ভগ্নিপতি মা'কেলের ভগ্নিকে তালাক দেন এবং ইদ্দত শেষ হইয়া

(১) ফতহুলবারী (৮) ১৩৩ পৃঃ।

যায়। তাঁহার ভগ্নিপতি পুনর্বিবাহের পয়গাম দিলে মা'কেল প্রত্যাখ্যান করেন, ইহাতে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লামা শাইখ আহমদ যিনি মোল্লা জীবন নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার তফ্‌সীরাতে-আহমদীয়ায় লিখিয়াছেন,

ثم فى الطلقة والطلقتين يجوز له الرجعة اذا كانت فى عدة ويكون الطلاق بلفظ الصريح ـ واما ان انقضت العدة او كانت كنايات' بانت ويجعل لها نكاحه ثانيا أو نكاح غيره من الازواج ـ

এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা জায়েয, অবশ্য যদি স্পষ্টাক্ষরে তালাক প্রদত্ত হয়, তবেই। কিন্তু যদি ইদ্দত শেষ হইয়া যায় অথবা আকারে ইংগিতে তালাক দেওয়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী বায়েনা হইয়া যাইবে এবং তাহার সেই পুরুষের সংগে পুনর্বিবাহ বা অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বৈধ হইবে। (১)

মূল বক্তব্যের আলোচনা এই স্থানেই শেষ হইতে পারিত, কিন্তু একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার স্বপক্ষে আমরা যেসকল দলীল প্রমাণের অবতারণা করিয়াছি, সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্বানগণের একটি বৃহৎ দল বহুবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। আমাদের উপস্থাপিত প্রমাণসমূহের বিশ্লেষণ প্রসংগে সেই সকল আপত্তির কতকাংশের জওয়াব দেওয়া হইলেও আলোচ্য প্রসংগটিকে সর্বাংগ সুন্দর ও সকল দিক দিয়া সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে এক্ষণে অন্যান্য আপত্তিগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

والله يقول الحق ويهدى السبيل وهو حسبى ونعم الوكيل ـ

---

(১) তফসীরাতে আহমদীয়া, ৯৪ পৃঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম আপত্তি

উল্লিখিত বিদ্বানগণের অন্যতম আপত্তি এই যে, একত্রিতভাবে তিন তালাক দিলে উহা তিন তালাক গণ্য করার ফত্ওয়া স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসও প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার যেসকল রেওয়ায়ত সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্বন্ধে এই নিবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার ফত্ওয়ার বিরোধী। অতএব ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়তগুলির পরিবর্তে তাঁহার ফত্ওয়াই অনুসরণীয় হইবে।

কিন্তু এই আপত্তি গ্রাহ্য করিতে হইলে সর্ব প্রথম একটি মূলনীতি স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। কোন সাহাবীর আচরণ বা ফত্ওয়া যদি তাঁহার রেওয়ায়তের বিপরীত হয়, তাহা হইলে সাহাবীর ফত্ওয়া বা আচরণ অনুসরণীয় হইবে, না তিনি যে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণীয় হইবে।

আহলে হাদীস বিদ্বানগণ রেওয়ায়তকারীর রেওয়ায়তকেই গ্রহণীয় বিবেচনা করেন। কারণ কোন সত্যপরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য নির্ভুল হওয়া স্বাভাবিক হইলেও তাঁহার অভিমত ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এ কথা বলার উপায় নাই যে, উহা অভ্রান্ত। রেওয়ায়তকারী যে একমাত্র যইফ হওয়ার কারণেই তাঁহার রেওয়ায়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এ কথা সঠিক নয়, অপরাপর বহুবিধ কারণেও তাঁহার পক্ষে স্বীয় রেওয়ায়তের প্রতিকূল কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা ফত্ওয়া দেওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন :

ان العبرة بما رواه الصحابى لا بقوله اذا خالف الحديث ـ

সাহাবী যাহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন তাহাই গ্রহণীয় হইবে, তাঁহার ফত্ওয়া গ্রাহ্য হইবেনা। (১) শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন:

وعمل الراوی بخلاف روايته، هل يقدح فيه ؟ والمشهور عن الامام احمد و اكثر العلماء انه لايقدح فيها، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث ـ

"রেওয়ায়তকারীর স্বীয় রেওয়ায়তের বিপরীত আচরণের জন্য উক্ত হাদীসের কোন দোষ সাব্যস্ত হইতে পারে কিনা? এ বিষয় ইমাম আহ্‌মদ ও অধিকাংশ বিদ্বানগণের সুপ্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, হাদীসের কোন দোষ সাব্যস্ত হইবে না। কারণ হাদীসের ত্রুটি ছাড়াও রেওয়ায়তকারী স্বীয় রেওয়ায়তের বিপরীত কার্য করার অপরাপর বহুবিধ কারণ থাকিতে পারে। (২)

উল্লিখিত মূলনীতির বশবর্তী হইয়া হযরত ইবনে আব্বাসের বহু ফত্ওয়া ইমাম আহ্‌মদ এবং অন্যান্য বিদ্বনগণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

তারপর এ দাবীও সম্পূর্ণ অমূলক যে, হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস তাঁহার রেওয়ায়তের বিপরীত ফত্ওয়াই শুধু দিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীসসমূহের অনুকূলে তিনি আদৌ কোন ফত্ওয়া দেন নাই। একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি ফত্ওয়া নিম্নে সন্নিবেশিত হইল:

১। আবু দাউদ হাম্মাদ বিনে যয়েদের মাধ্যমে, তিনি আইয়ুব সখতিয়ানির নিকট হইতে, তিনি ইক্‌রিমার নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন:

---

(১) ইগাসাতুল লহ্‌ফান (১) ২৯৩ পৃঃ।
(২) সিরাতে মুসতকীম, ৬২ পৃঃ।

اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد، فهى واحدة ـ

যদি কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক দিলাম! তোমাকে তালাক দিলাম! তোমাকে তালাক দিলাম অর্থাৎ তিনবার তাহা হইলে উহা এক তালাক হইবে। (১)

হাফিয ইবনুল কাইয়েম বলেন, ইহার সনদ বুখারীর শর্তের অনুরূপ। বিশুদ্ধতা ও গৌরবের দিক দিয়া এই সনদ তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট। (২)

২। ইমাম আব্দুর রায্যাক স্বীয় সনদ সহকারে আইয়ুবের নিকট হইতে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হাকাম বিনে উয়ায়না ইমাম যুহরীর কাছে আগমন করিলেন, আমিও (আইয়ুব সখতিয়ানী) তাঁহার সঙ্গে ছিলাম! হাকাম এরূপ একজন বিবাহিতা কুমারী সম্বন্ধে ইমাম যুহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহার স্বামী তাহার সহিত যৌন বিহারের পূর্বেই তাহাকে তিন তালাক দিয়াছিল, যুহরী বলিলেন,

دخل الحكم عيينة على الزهرى وانا معهم فسالوه عن البكر تطلق ثلاثا، فقال سئل عن ذالك ابن عباس وابو هريرة و عبد الله بن عمر رضى الله عنهم فكلهم قالوا : لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال : فخرج الحكم فاتى طاؤسا وهو فى المسجد، فاكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها، واخبره بقول الزهرى ـ فقال : فرايت طاؤسا رفع يديه تعجبا من ذالك وقال : والله ماكان ابن عباس يجعلها الا واحدة ـ

এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ বিনে উমর জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন আর তাঁহারা সকলেই এই ফতওয়া দিয়াছিলেন যে, অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত

---

(১) সুনানে আবি দাউদ (২) ২২৭ পৃঃ।

(২) ইগাসা [১] ৩২২ পৃঃ ও ২৮৬ পৃঃ।

উক্ত স্ত্রীকে তাহার স্বামী পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। আইয়ুব বলিতেছেন, হাকাম সেস্থান হইতে বহির্গত হইয়া ইবনে আব্বাসের ছাত্র তাউসের কাছে আসিলেন। তখন তিনি মসজিদে নববীতে ছিলেন। হাকাম তাঁহাকে উপরি উক্ত মসআলায় ইবনে আব্বাসের ফত্ওয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আর যুহরী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে জানাইলেন। আইয়ুব বলিতেছেন, আমি দেখিলাম, এই কথা শুনিয়া তাউস আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার উভয় হস্ত উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, আল্লাহর শপথ! ইবনে আব্বাস এরূপ তিন তালাককে এক তালাকই গণ্য করিতেন। (১)

প্রকৃত প্রস্তাবে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের প্রমুখাৎ দুই প্রকার ফত্ওয়াই বর্ণিত আছে। কতক ফত্ওয়ায় তিনি যুগপৎ তিন তালাককে তিন তালাক সাব্যস্ত রাখিয়া শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে হযরত উমরের সহিত একমত হইয়াছেন এবং অপরাপর ফত্ওয়ায় তিনি যে সকল হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

অতএব আহলে হাদীসগণের অবলম্বিত সূত্র অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় প্রকার ফত্ওয়াই অগ্রগণ্য ও অনুসরণীয় হইবে।

দ্বিতীয় আপত্তি

একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্পর্কে এ আপত্তিও উপস্থিত করা হইয়া থাকে যে, ইহাতে সাহাবীগণের নির্ধারণের অন্যথাচরণ করা হয়।

---

(১) আওনুল মা'বুদ [২] ২২৭ পৃঃ।

ইহার উত্তরে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইতে পারে যে, হযরত আবু বক্‌র সিদ্দীকের শাসনকালের আড়াই বৎসর পর্যন্ত লক্ষাধিক সাহাবা একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিতেন। আর এ বিষয়ে হযরত উমর ফারূকও তাঁহাদের সহিত তখন একমত ছিলেন, সুতরাং একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিলে সাহাবীগণের নির্ধারণের অন্যথাচরণ হইতে পারেনা। এ-অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তৃতীয় আপত্তি

কোন কোন লোকের মুখে শুনা যায় যে, যুগপৎ ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) ও হযরত আবু বক্‌রের যুগের নির্দেশ মনসূখ হইয়া গিয়াছে।

ইহার জবাব এই যে, ইহা মিথ্যা ও বাতিল এবং অসম্ভব। রসূলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের পর শরীঅতের কোন নির্দেশ মনসূখ হইতে পারেনা। জগতশুদ্ধ লোকেরও এ-অধিকার নাই। কোন মর্দে-মুমিনের মুখ হইতে এরূপ অর্বাচীন উক্তি নির্গত হওয়ার কথা কল্পনার অতীত।

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

"মস্তবড় ভয়ংকর কথা তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা!" (১৮ : ৫)

চতুর্থ আপত্তি

এরূপ কথাও বলা হয় যে, একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ব্যবস্থা রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ মত করা হইত না।

কিন্তু ইবনে আব্বাসের সাক্ষ্য এই যে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) রুকানাকে তাহার তিন তালাকদত্তা স্ত্রী ফিরাইয়া দেওয়াইয়াছিলেন, এই সাক্ষ্য উপরিউক্ত আপত্তির অলীকতা সাব্যস্ত করিতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইমাম আহ্‌মদ ও আবু ই'য়ালা এই হাদীস স্ব স্ব গ্রন্থে উধৃত এবং আবু ই'য়ালা ও ইবনে হজর উহার বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অধিকন্তু সত্যসত্যই যদি ইহা রসূলুল্লাহর (দঃ) অজ্ঞাত ব্যাপার হইত, তাহা হইলে আবুস্ সহ্‌বার কথা হযরত ইবনে আব্বাস অস্বীকার করিতেন নাকি? তিনি কি তাঁহার জওয়াবে ইহা বলিতেন না যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহা অবগত ছিলেন কিনা, আমি তাহা জানিনা? পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাইতেছি, তিনি ইহার বিপরীত রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

তারপর সত্যই যদি ইহা রসূলুল্লাহর (দঃ) অজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে হযরত উমরের একথার কি অর্থ হইবে?

ان الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه اناة ـ

"যে বিষয়ে লোকদের মুহ্‌লৎ দেওয়া হইয়াছিল, সেই বিষয়ে তাহারা ক্ষিপ্র হইয়াছে।" বরং একথার পরিবর্তে একত্রিত তিন তালাক যে শরীঅতের ব্যবস্থিত তিন তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে, রসূলুল্লাহর (দঃ) এরূপ কোন হাদীস তাঁহার অভিপ্রায়ের সমর্থনে হযরত উমর প্রচার করিয়া দিতেননা কি? পক্ষান্তরে তিনি বলিলেন,

فلو امضيناه عليهم .

যদি আমরা তিন তালাকের ব্যবস্থা তাহাদের উপর বলবৎ করিয়া দেই, তাহা হইলে উত্তম হয়।

পঞ্চম আপত্তি

অনেক বিদ্বান ব্যক্তি একথাও বলিতে চাহিয়াছেন যে, আবুস্ সহ্‌বার হাদীসের সনদে ও মতনে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে।

সনদ সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তি এই যে, এক সনদে উহা তাউস আন্ ইবনে আব্বাস রূপে আর অন্য সনদে উহা তাউস আন্ আবিস্ সহবা আন্ ইবনে আব্বাস রূপে কথিত হইয়াছে। মতনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, একবার আবুস্ সহবা ইবনে আব্বাসকে বলিতেছেন,

'الم تعلم ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة ؟

আপনি কি অবগত আছেন যে, কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে যৌন সংযোগের পূর্বেই যদি তিন তালাক দিত তাহা হইলে সাহাবাগণ উহাকে এক তালাক গণ্য করিতেন? আর একবার আবুস্ সহবা বলিতেছেন,

الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة ؟

তিন তালাক কি রসূলুল্লাহর (দঃ) যুগে এবং আবু বক্রের খিলাফতে আর উমরের খিলাফতের গোড়ার দিকে এক তালাক ছিলনা?

আমি বলিতে চাই, সনদের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে আপত্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন। হাদীস শাস্ত্রের শ্রুতিধর ইমামগণ এ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। পরম বিশ্বস্ত হাফেযুল হাদীস আবদুর রয্যাক (১২৫-২১১) এই হাদীসটি 'আখবারানী' বলিয়া শাব্দিক ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। এই রূপ মক্কার হরমের স্বনামধন্য ফকীহ, হাদীস শাস্ত্রের প্রথম প্রণেতাগণের অন্যতম ইবনে জুরায়েজ (৮০—১৫০) আবদুল্লাহ বিনে তাউসের হাদীস হইতে ইহা শাব্দিক ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। সহীহ মুস্লিমের দ্বিতীয় রেওয়ায়তের অবস্থাও এইরূপ ইহাতে আপত্তি উপস্থিত করার কোন বিদ্বানের অধিকার কোথায়?

এতদ্ব্যতীত ইরাকের উসতায হাফেযুল হাদীস ইমাম হাম্মাদ (৯৮১—১০৭৯) সৈয়েদুল ফুকাহা আইয়ুব সখ্তিয়ানীর নিকট হইতে, তিনি ইবরাহীম বিনে ময়সারার নিকট হইতে এবং তিনি তাউসের প্রমুখাৎ এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, তাউসের নিকট হইতে আনআনা, আখ্বারা ও তাহ্‌দীস এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে, তাউসের এই হাদীসের তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ একক রাবী নন, আবার শুধু আবদুর রয্যাক বা একক ইবনে জুরায়জও ইহা রেওয়ায়ত করেন নাই! এরূপ ক্ষেত্রে ইহার সনদে অনিশ্চয়তা আবিষ্কার করা অস্থূলে-হাদীসে অভিজ্ঞ কোন্ বিদ্বানের পক্ষে কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

আর মতনের অনিশ্চয়তার কথা উত্থাপন করাও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কারণ সম্ভোগবঞ্চিতা স্ত্রীর তালাক সম্পর্কিত হাদীসের প্রকৃত স্বরূপ আমরা পূর্বেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছি এবং উহার বিস্তারিত জওয়াবও প্রদান করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ আপত্তি

এরূপ আপত্তিও করা হইয়া থাকে যে, এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস ব্যতীত আর কোন সাহাবী রেওয়ায়ত কারেন নাই আর ইবনে আব্বাসের নিকট হইতেও তাউস ছাড়া অন্য কোন তাবেয়ী ইহা বর্ণনা করেন নাই।

এ আপত্তির যে জওয়াব হাফেয ইবনুল কাইয়েম প্রদান করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে সঠিক ও প্রকৃত জওয়াব।

তিনি বলিয়াছেন,

لا نعلم احدا من اهل العلم قديما ولا حديثا قال ان الحديث اذا لم يروه الا صحابى واحد لم يقبل وانما يحكى عن اهل البدع ومن تبعهم فى ذالك اقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء ـ وقد تفرد الزهرى بنحو ستين سنة لم يروها غيره وعملت بها الامة ولم يردوها بتفرده ـ

আমরা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে এমন একজনকেও জানিনা, যিনি একথা বলিয়াছেন যে, যে হাদীসকে শুধু একজন সাহাবী রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। অবশ্য বিদ্আতী এবং তাহাদের অনুসরণকারীদের প্রমুখাৎ এরূপ উল্লিখিত আছে, কিন্তু ফকীহগণের মধ্যে কেহই একথা বলেন নাই। ইমাম যুহরী এককভাবে এরূপ ন্যূনাধিক ষাটটি সুন্নত রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যাহা অন্য কোন বিদ্বানের প্রমুখাৎ বর্ণিত নাই। অথচ উম্মত সেগুলোর অনুসরণ করিয়াছে এবং যুহরী একক ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সে হাদীসগুলি প্রত্যাখান করেন নাই। (১)

আর ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, এরূপ বহু হাদীস রহিয়াছে যেগুলি তাউস অপেক্ষা নিম্নস্তরের রাবীগণ রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু ইমামগণ সে সব হাদীস বর্জন করেন নাই।

তারপর শুধু তাউস হযরত ইবনে আব্বাসের এই হাদীসের একক রেওয়ায়তকারী নন, ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট ছাত্র ও মুক্ত-ক্রীতদাস হযরত ইক্রিমাও রুকানার হাদীস ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন আর উহা তাউসের রেওয়ায়তেরই পরিপোষক।

আপত্তির সপ্তম দফা

আপত্তির তালিকার আর একটি দফা হইতেছে, ইবনে আব্বাসের হাদীসটি না কি বিরলতা দোষে দুষণীয়—অর্থাৎ শায!

এ আপত্তির জওয়াবে আমি বলিব, যাঁহারা এই হাদীসকে 'শায' অর্থাৎ বিরলতা দোষে দুষ্ট মনে করেন, তাঁহারা 'শাযের' তাৎপর্যই অবগত নন। এই হাদীস এবং এইরূপ ধরনের অন্য

১। ইগাসা' (১) ২৯৫ পৃঃ।

কোন হাদীস কস্মিনকালেও 'শাযে'র পর্যায়ভুক্ত নয়। উসূলে-ফিক্‌হের জনক ইমামুল আয়েম্মা শাফেয়ী বলিতেছেন,

ليس الشاذ ان يتفرد به الثقة برواية الحديث بل الشاذ ان يروى خلاف ما رواه الثقات!

কোন বিশ্বস্ত রাবী যদি তাঁহার রেওয়ায়তে একক হন তজ্জন্য সে হাদীস 'শায' হয়না। বিশ্বস্ত রাবীদের বিরুদ্ধে যদি কেহ একক কোন হাদীস রেওয়ায়ত করে, বস্তুতঃ তাহাকেই 'শায' বলা হয়। ফলকথা, যদি তাউস অথবা ইকরিমার মধ্যে কেহ একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার হাদীস এককভাবেই ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিতেন তথাপি ইহাকে 'শায' বলার উপায় ছিলনা। কারণ একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করিতে হইবে—রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ এইরূপ একটিও বিশুদ্ধ দ্ব্যর্থহীন হাদীস নির্ভরযোগ্য বিদ্বানগণ সম্মিলিত ভাবে রেওয়ায়ত করেন নাই।

শেষ আপত্তি

সর্বাপেক্ষা গুরুতর আপত্তির যে আওয়ায এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত করা হয় তাহা এই যে, যাহাই বলুন না কেন, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূকের শাসনকালে এ বিষয়ে ইজ্‌মা সংঘটিত হইয়াছে যে, একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদান করিলে উহা তিন তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে এবং তালাক-দত্তা নারীটি অপর পুরুষের সহিত বিবাহিতা ও সহবাসিতা না হওয়া পর্যন্ত পূর্বস্বামী তাহাকে কিছুতেই পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে যাহারা এক তালাক সাব্যস্ত করিয়া থাকে তাহারা ইজ্‌মার খিলাফ করে আর ইজ্‌মার বিরোধিতা মহাপাপ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই গুরুতর অভিযোগের জওয়াবে আমরা বলিব উপরি উক্ত বিষয়ে ইজ্‌মা সংঘটিত হওয়ার দাবী ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিদ্বান ইহার বিপরীত ইজ্‌মা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াও দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তিন তালাক এক সঙ্গে প্রদান করিলে উহা এক তালাক গণ্য করা সম্পর্কেই বিদ্বানগণের ইজ্‌মা ঘটিয়াছে। হাফেয ইব্‌নুল কাইয়েম। লিখিয়াছেন :

وكل صحابي من لدن خلافة الصديق الى ثلاث سنين من خلافة عمر رضى الله عنهم كان على إن الثلاث واحدة فتوى أو اقرارا او سكوتا ولهذا ادعى بعض أهل العلم ان هذا اجماع قديم !

আবু বকর সিদ্দিকের খিলাফতের যুগ হইতে উমর ফারূকের খিলাফতের তিন বৎসর কাল (সাড়ে পাঁচ বৎসর) পর্যন্ত সমুদয় সাহাবী ফত্‌ওয়া বা স্বীকৃতি বা মৌনসম্মতি দ্বারা এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন যে, একত্রিত তিন তালাক প্রকৃতপক্ষে এক তালাকই! তাই কোন কোন বিদ্বান দাবী করিয়াছেন যে, ইহাই শাশ্বত ইজ্‌মা। (১)

আর ফারূকী খিলাফতের যুগে বা তারপরে ইজ্‌মা সংঘটিত হইবার দাবীও সঠিক নয়, কারণ সকল যুগেই এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়া গিয়াছে, ইজমার অবস্থা কোন দিনই ঘটে নাই। যে সকল গ্রন্থকার উল্লিখিত বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদের সন্ধান স্ব স্ব গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (৩) ৪৮ পৃঃ।

১। হাফিয ইবনুল মনযর স্বীয় 'আওসৎ' গ্রন্থে।
২। ইমাম মুয়াররজ সদ্দোসী (১৯৫) স্বীয় তাফসীরে।
৩। ইমাম মোহাম্মদ বিনে নস্র মঃওয়াযী 'ইখতিলাফুল-উলামা'' গ্রন্থে।
৪। ইমাম ইবনে মুগীস মালেকী 'কিতাবুল ওছায়েক' গ্রন্থে।
৫। ইমাম ইবনে হিশাম কর্তবী 'মুফীদুল হুক্কাম' গ্রন্থে।
৬। ইমাম তাহাবী স্বীয় 'ইখতিলাফুল উলামা, 'শরহে-মা'আনিল আসার' ও 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থগুলিতে।
৭। ইমাম আবু বকর রাযী জস্সাস 'আহকামুল কোরআনে'।
৮। আল্লামা মাযেরী মু'ল্লিম বি-ফাওয়ায়েদে মুসলিম' গ্রন্থে।
৯। আল্লামা ইবনে ওয়াযযাহ্ স্বীয় গ্রন্থে।
০। হাফেয ইবনে হযম তাঁহার 'আল মুহাল্লা'র।
১১। আল্লামা আবুল মুফলিস তদীয় পুস্তকে।
১২। ইমাম তলামসানী 'তফরী-এ ইবনুল হাল্লাবের' টীকায়।
১৩। হাফেযুল ইসলাম ইবনে হাজার আস্কালানী সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফতহুল বারী'তে।
১৪। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী স্বীয় 'মফাতীহুল গয়েব' নামক 'তফসীরে কবীরে'।
১৫। আল্লামা আবদুস্ সালাম ইবনে তায়মিয়া 'মুনতাকাল আখবার' নামক গ্রন্থে।
১৬। ইমাম নববী সহীহ-মুসলিমের ভাষ্যে।
১৭। আল্লামা কসতল্লানী সহীহ বুখারীর টীকা 'ইরশাদুস্ সারী' গ্রন্থে।
১৮। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী সহীহ্ বুখারীর টীকা 'উমদাতুলকারী' গ্রন্থে।

১৯। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী 'দুররুল মুখতারের' টীকা 'রদ্দুল মুহতারে'।

২০। আল্লামা কহস্তানী 'জামেউর রমুয' গ্রন্থে।

২১। আল্লামা শাইখযাদা 'মুলতাকাল আবহুর' নামক ফিক্হ পুস্তকের টীকা 'মজমউল আনহারে'।

২২। আল্লামা মাহমুদ আলুসী তাঁহার তফসীর 'রুহুল মা'আনী'তে।

২৩। আল্লামা ইবনুল আলুসী স্বীয় 'জালাউল 'আইনাইন' গ্রন্থে।

২৪। আল্লামা সৈয়েদ আহমদ তহ্‌তাবী 'দুররুল মুখতারে'র টীকায়।

২৫। আল্লামা নেশাপুরী তাঁহার তফসীর 'গরায়েবুল কোরআনে'।

২৬। আল্লামা ইবনুত্ তমজীদ তফসীর বয়যাভীর টীকায়।

২৭। শাইখুল ইসলাম তকীউদ্দীন ইবনে তায়মিয়া তাঁহার 'ফতাওয়া'য়।

২৮। হাফেয ইবনুল কাইয়েম স্বীয় 'ই'লাম', 'ইগাসা' ও 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থত্রয়ে।

২৯। আল্লামা সৈয়েদ মোহাম্মদ বিনে ইসমাঈল আমীরে ইয়ামানী 'বলুগোল মরামের' টীকা 'সুবুলুস্ সালামে'।

৩০। আল্লামা মোহাম্মদ বিনে আলী শওকানী 'মুন্তাকা'র ভাষ্য 'নয়লুল আওতারে'।

৩১। আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী তদীয় 'তফসীরে মযহরীতে।

৩২। আল্লামা শাইখ মোহাম্মদ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী শরহে-বিকায়ার টীকা 'উমদাতুর রেআয়া'য়।

৩৩। আল্লামা নওয়াব সৈয়েদ সিদ্দীক হাসান তদীয় 'রওযাতুন নদীয়া' ও 'মিস্‌কুল খিতাম' নামক গ্রন্থদ্বয়ে।

৩৪। আল্লামা সৈয়েদ আবুত্‌ তাইয়েব শামসুল হক দারাকুতনীর টীকা 'মুগনী' ও 'আওনুল মাবুদ' নামক সুনানে আবু দাউদের ভাষ্যে।

একত্রিত তিন তালাক সম্বন্ধে বিদ্বানগণের অভিমত

আমরা নিবন্ধের সূচনাতেই লিখিয়াছিলাম, একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে দশ প্রকার মতভেদ ঘটিয়াছে। সময়াভাবে উল্লেখিত দশবিধ মতভেদের গবেষণামুলক আলোচনা সম্ভবপর হইলনা। আমরা বিষয়টিকে চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে এ সম্পর্কে বিদ্বানগণের কেবল তিন প্রকার অভিমতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত উল্লেখ প্রদান করিব :

والله ولی وهو الهادی الی سبیل الرشاد ۔

প্রথম অভিমত : পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদান করে, তাহা হইলে এই কার্য হারাম ও বিদআত হওয়ার দরুণ পাপ হইবে, কিন্তু এক তালাকও সংঘটিত হইবে না।

তাবেয়ী বিদ্বানগণের একটি দল, বিশেষতঃ তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় ইমাম সাঈদ বিনুল মুসাইয়েব এই অভিমত পোষণ করিতেন। আল্লামা আলুসী ইহা তাঁহার তফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন। (১) ইবনুল আলীইয়া, হিশাম বিনুল হাকাম এবং আবু উবায়দাও এই মতের অনুসারী ছিলেন। (২) হাজ্জাজ বিনে আরতাতের দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে ইহা অন্যতম। (৩) ইমামীয়া বিদ্বানগণ, মু'তাযেলা-

---

১। রুহুল মা'আনী (১) ৪৩০ পৃঃ, আলাউল আইনাইন : ১৪৬ পৃঃ।
২। নয়লুল আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।
৩। নববীর শরহে মুসলিম (১) ৪৭৮ পৃঃ।

দের মধ্যে কেহ কেহ আর অধিকাংশ যাহেরী বিদ্বানও এই মতের সমর্থক। (১)

আর একত্রিত তিন তালাককে হারাম ও বিদআত স্থির করার সিদ্ধান্ত হযরত উমর ফারূক, হযরত উসমান গনি, হযরত আলী মুর্তযা, আবদুল্লাহ বিনে মাস‘উদ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিনে উমর, ইমরান বিনুল হুসাইন, আবু মুসা আশ-আরী, আবুদ্‌দারদা ও হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান প্রভৃতি সাহাবীগণ গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লামা দবুসীর প্রমুখাৎ ইমাম রাযী তাঁহার তফসীরে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। (২) শায়খুল ইসলাম বলেন, ইমাম মালেক বিনে আনাস, ইমাম আবুহানীফা নো'মান, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের মধ্যে বহু বিদ্বান একত্র তিন তালাককে হারাম—বিদআত বলিয়াছেন। (৩)

দ্বিতীয় অভিমত

পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়, তাহা হইলে স্ত্রী সহবাসিতা হউক কি না হউক, আর একত্রিত তিন তালাক দেওয়া হারাম বিদআত অথবা জায়েয ও বৈধ যাহাই হউক না কেন, উহা তিন তালাকই গণ্য হইবে।

উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা ও হযরত উমর ফারূক এই অভিমত পোষণ করিতেন। (৪) হযরত আলী মুর্তযা ও হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস উভয়ের বাচনিক যে দ্বিবিধ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে,

---

১। ফতহুল বারী (৯) ২৮৯ পৃঃ ; ফতওয়ায় ইবনে তায়মিয়া (৩) ২৭ পৃঃ ; রদ্দুলমুহতার (২) ৪১৯ পৃঃ ; ইবনুল হুমামের ফতহুল কদীর (৩) ২৬ পৃঃ ; উমদাতুর রেআয়া (২) ৬৭ পৃঃ ; তফসীর মযহরী (১) ২৩৫ পৃঃ।

২। তফসীর কবীর (২) ২০২ ও ২৭৩ পৃঃ।

৩। ফতাওয়ায় ইবনে তায়মিয়া (৩) ৩৭ পৃঃ।

৪। সুবুলুস সালাম (২) ১১৮ পৃঃ।

তন্মধ্যে ইহা অন্যতম। (১) সাহাবীগণের বিরাট দল, অধিকাংশ তাবেয়ীন, আহলে বয়েত ইমামগণের একটি ক্ষুদ্র দল, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের অনুবর্তীগণের অধিকাংশ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় অভিমত

একত্রিত ভাবে তিন তালাক দেওয়া অবৈধ হইলেও যদি পুরুষ তাহার স্ত্রীকে এই ভাবে তিন তালাক দেয়, তাহা হইলে উহা এক তালাক গণ্য হইবে এবং তালাকের নির্ধারিত ইদ্দতের মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোককে তাহার পুরুষ বিনা বিবাহেই ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী মুর্তযার প্রমুখাৎ যে দ্বিবিধ সিদ্ধান্ত বর্ণিত রহিয়াছে, ইহা তাহার অন্যতম ইহাই হযরত আবদুল্লাহ বিনে মস'উদের অভিমত। ইবনে ওয্যাহ কিতাবুল ওয়াসায়েকে, আবু ওলীদ হিশাম আযদী মুফিতুল হুকামে ও শরীক আহমদ বিনে ইয়াহ্য়া বাহর্যাখেরে উল্লিখিত রেওয়ায়ত উধৃত করিয়াছেন। (৩) হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস এই অভিমত

১। ই'লাম (৩) ৪৮, সুবুলুস্ সালাম (২) ৯৫, নয়লুল আওতার (৬) ১৭৯ পৃঃ।

২। নয়লুল আওতার [৬] ১৯৭। রদ্দুল মুহতার [২] ৪১৯; ফতহুল কদীর [৩] ২৫; উমদাতুর রেআয়া [২] ৬৭ পৃঃ; আলাউল আইনাইন ১৪৬ পৃঃ, শরহে মুসলিম নববী [১] ৪৭৮

৩। ফতহুলবারী (৯) ২১, নয়লুল আওতার (৬) ১৯৭, ফতাওয়ায়ে ইবনে তায়মিয়া [৩] ৩৭, ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন [৩] ৪৯; সুবুলুস সালাম [২] ৯৮ ও মিসকুল খিতাম [২] ২১৫।

পোষণ করিতেন। (১) সাহাবাগণের মধ্যে আবদুর রহমান বিনে আওফ ও যুবায়ের বিনুল আওয়ামও এই মতের অনুসারী ছিলেন। (২) হযরত আবু মূসা আশ্‌আরীর যে দুই অভিমত বর্ণিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ইহা অন্যতম। (৩)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া লিখিয়াছেন ঃ

القول الثالث انه محرم، ولا يلزم منه الا واحد ـ وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن على وابن مسعود وابن عباس القولان ـ

একত্রিত তিন তালাক সম্বন্ধে তৃতীয় অভিমত এই যে, ইহা যদিও হারাম কিন্তু এরূপ তালাকে এক তালাক ব্যতীত অন্য কিছু সংঘটিত হয় না। ইহাই যুবায়ের বিনুল আওয়াম ও আবদুর রহমান বিনে আওফের উক্তি স্বরূপ বর্ণিত আছে। আর হযরত আলী, ইবনে মস্‌উদ ও ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ দ্বিবিধ উক্তিই বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাক দ্বারা শুধু এক তালাক হওয়া এবং তিন তালাক সংঘটিত হওয়া। (৪)

রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে এবং হযরত সিদ্দীকের খিলাফতের আগাগোড়ায় সমুদয় সাহাবাই যে একত্রিত তিন তালাককে

১। নববীর শরহে মুসলিম [১] ৪৭৭; সুনানে আবু দাউদ (২২) ২৭; ইরশাদুস সারী (৮) ১২৭, ফতহুল কদীর [৩] ২৬ ও রদ্দুল মুহতার [২] ৪১৯।

২। ফতহুল বারী [৯] ২৯০, ইরশাদুস সারী [৮] ১২৭ ও আ'লাউল মুইনাইন' ১৪৬।

৩। ই'লাম (৩) ৪১, নয়ল (৬) ১১৮।

৪। ফতওয়া ইবনে তায়মিয়া (৩) ৩৭।

এক তালাক গণ্য করিতেন, তাহা সর্বজনবিদিত। (১)

তাবেয়ী বিদ্বানগণের যুগে একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কে মতভেদ প্রকাশ পায়, কিন্তু সে যুগেও তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি বৃহৎ দল দেখা যায় যাঁহারা একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। নিম্নে কতিপয় নাম উল্লিখিত হইল:

হযরত ইবনে আব্বাসের প্রতিপালিত এবং বিশিষ্ট ছাত্র ইক্‌রিমা (২৫—১২৫ হিঃ) এইরূপ ফতওয়া প্রদান করিতেন। ইসমাঈল বিনে ইব্রাহীম আইয়ুব সখ্তিয়ানীর মাধ্যমে ইক্‌রিমার উল্লিখিত ফতওয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২)

বিখ্যাত তাবেয়ী আতা বিনে আবি রিবাহ্ও (২৭—১১৫) এই অভিমত পোষণ করিতেন। (৩)

ইবনে আব্বাসের অন্যতম ছাত্র তাউসও (—১৬০ হিঃ) অনুরূপ ফত্ওয়া প্রদান করিতেন। (৪)

আমর বিনে দীনারও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। (৫)

স্বনামধন্য তাবেয়ী ইব্রাহীম বিনে ইয়াযীদ নখয়ীও (৪৬—৯৬ হিঃ) একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য

১। তহ্‌তাবীর হাশিয়া [২] ১৬৬; জামেউর রামুয ২৭৭; মজমাউল আনহার ৩২৬।

২। ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন (৩) ৪৯ পৃঃ রদ্দুল মুহতার [২] ৪১৯ পৃঃ, ফতহুল কদীর [৩] ২৬ পৃ; রুহুল মা'আনী [১] ৪৩০ পৃঃ ও তফসীর মযহরী [১] ২৩৫ পৃঃ।

৩। ইরশাদুস্ সারী [৮] ১২৭ পৃঃ; নয়লুল আওতার [৬] ১৯৭ পৃঃ ও ইগাসা [১] ৩২৪ পৃঃ।

৪। উমদাতুলকারী (২০) ২৩৩ পৃঃ, ইর্শাদুস্ সারী (৮) ১২৭ পৃঃ, তফসীরে মযহরী (১) ২৩৫ পৃঃ, শরহে মুসলিম নববী (১) ৪৭৭ পৃঃ, ই'লাম (৩) ৪৯ পৃঃ, ফতহুল কদীর (৩) ২৬ পৃঃ ও রদ্দুল মুহতার (২) ৪১৯ পৃঃ।

৫। ইরশাদুস সারী (৮) ১২৭ পৃঃ, নয়লুল আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।

করিতেন। (১)

জাবির বিনে যয়েদও (২১—৯৬) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত পোষণ করিতেন। (২)

ইমাম আবু বকর বিনে আবি শয়বা সনদ সহকারে তাউস, আতা ও জাবির বিনে যয়েদের ফতওয়া উধৃত করিয়াছেন যে,

اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فهي واحدة ـ

গৃহবাসের পূর্বে পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদান করে, তাহা হইলে উহা এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে। হাফেয ইবনুল মনযরও ইবনে আব্বাসের ছাত্রমণ্ডলী যথা: আতা, তাউস ও আমর বিনে দীনারের প্রমুখাৎ উল্লিখিত ফতওয়া উধৃত করিয়াছেন। (৩)

হাফেয ইবনুল কাইয়েম 'ইগাসায়', আমীর ইয়ামানী 'সুবুলুস-সালামে' আর হাফেয শওকানী 'নয়লুল আওতারে' ইমাম মোহাম্মদ বিনে নস্‌র মরওয়াযীর গ্রন্থ "ইখতিলাফুল-উলামা" হইতে উধৃত করিয়াছেন যে,

اذا طلق الثلاث مجموعا' وقعت واحدة فى غير المدخول بها'

وهو قول ابن عباس وسعيد ابن جبير وطاؤس وابى الشعثاء وعطاء وعمر

بن دينار والحسن البصرى واسحاق ابن راهو يه ـ

এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করিলে এক তালাকই ঘটিবে যদি স্ত্রী স্পৃষ্টা না হইয়া থাকে। ইহাই হযরত ইবনে আব্বাস, সঈদ বিনে জুবায়র, তাউস, আবিস শা'সা, 'আতা (বিনে আবি রিবাহ), 'আমর বিনে দীনার, হাসান বস্‌রী ও ইস্‌হাক বিনে রাহু-ওয়ের ফত্‌ওয়া। (৪)

১। উমদাতুলকারী (২০) ২৩৩ পৃঃ।

২। নয়লুল আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।

৩। ফতহুল বারী (৯) ২৯০ পৃঃ।

৪। ইগাসাতুল লহ্‌ফান (১) ২৯০ পৃঃ; নয়লুল আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।

আহলে বয়েতগণের মধ্যে হযরত ইমাম যয়েনুল 'আবেদীনের দুই পুত্র ইমাম যয়েদ বিনে 'আলী বিনুল হুসাইন এবং মোহাম্মদ বিনে 'আলী বিনুল হুসাইন যিনি ইমাম বাকের নামে প্রসিদ্ধ এবং তদীয় পুত্র ইমাম জা'ফর সাদিক বিনে মোহাম্মদ বিনে 'আলী এবং ইমাম হাসান বিনে 'আলী বিনে মোহাম্মদ বিনে 'আলী এবং রিযা বিনে জা'ফর সাদিক এবং ইমাম কাসেম, ইমাম নাসের, ইমাম আহমদ বিনে 'ঈসা, যয়েদ বিনে 'আলী এবং ইমাম 'আবদুল্লাহ বিনে মুসা এবং আরও বহু গণ্যমান্য বিদ্বান একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করার ফতওয়া দিয়াছেন। (১)

তাবয়ে তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহারা একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উধৃত করা হইতেছে:

হাজ্জাজ বিনে আরতাত। ইমাম নববী ও 'আল্লামা 'আইনী ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (২)

ইমাম মোহাম্মদ বিনে ইসহাক। ইমাম আহমদ তাঁহার মুসনদে এ সম্পর্কে ইহার রেওয়ায়ত উধৃত করিয়াছেন। (৩)

১। ফতাওয়া ইবনে তায়মিয়া (৩) ৩৭ পৃঃ; সুবুল (২) ৯৮ পৃঃ; নয়ল (৬) ১৯৭ পৃঃ ও তফসীর নেশাপুরী (২) ১৬১ পৃঃ।

২। শরহে মুসলিম (১) ৪৭৭ পৃঃ; উমদাতুলকারী (২০) ২৩৩ পৃঃ।

৩। ফতহুল বারী (৯) ২৯০ পৃঃ; শরহে মুসলিম নববী (১) ৪৭৭ পৃঃ; রদদুল মুহতার (২) ৪৯৯ পৃঃ; ফতহুল কদীর (৩) ২৬ পৃঃ উমদাতুল কারী (২০) ২৩৩ পৃঃ।

খাল্লাস বিনে 'আমর বসরী ও হারিস বিনে ইয়াযীদ ইকলীও একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করিতেন। (১)

অনুসরণীয় ইমামগণ এবং তাঁহাদের অনুগামী দলের মধ্যে একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে নিম্নলিখিত বিদ্বানগণ এক তালাক বলিয়া গণনা করিয়াছেন ঃ

মদীনা তৈয়েবার ইমাম মালিক বিনে আনস কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিবিধ ফতওয়ার ইহা অন্যতম। শায়খ খলিল তাঁহার "তওযীহ" গ্রন্থে তিলিমসানীর মাধ্যমে আর ইবনে আবি যয়েদ প্রত্যক্ষ ভাবে ইমাম মালিকের বাচনিক তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফওতয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২)

ইমাম মালেকের কতিপয় ছাত্রের বাচনিক তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার উক্তি ইমাম ইবনে তায়মিয়া তদীয় ফতওয়ায় সংকলিত করিয়াছেন। (৩)

ইমাম তিলিমসানিও ইবনুল হাল্লাবের 'তফ্রী' নামক গ্রন্থের টীকায় উল্লিখিত বিদ্বানগণের ফতওয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৪)

ইমামে আ'যম ইমাম আবু হানীফার বৈচিত্রপূর্ণ মযহব সমূহের মধ্যে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার মযহব অন্যতম। কারণ ইমাম মোহাম্মদ বিনে মুকাতিল রাযী এই ফতওয়া প্রদান করিতেন।

১। ই'লাম (৩) ৪৯ পৃঃ ও মিসকুল খিতাম (২) ২৫ পৃঃ।
২। ইরশাদুস সারী (৮) ১২৭ পৃঃ,
উমদতুর রিআয়া (২) ৬৭ পৃঃ ও
ইগাসাতুল লহফান (১) ৩২৬ পৃঃ।
৩। ফতওয়া ইবনে তায়মিয়া (৩) ৩৭ পৃঃ।
৪। ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন (৩) ৪৯ পৃঃ।

* তাঁহার ফতওয়া আল্লামা মাযেরী "মুসলিম কিফাওয়ায়েদে মুসলিম" গ্রন্থে এবং ইমাম আবু বক্‌র রাযী রেওয়ায়ত করিয়াছেন। (১)

স্বয়ং ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাসানের বাচনিকও এই ধরণের একটি ফতওয়া আলমগীরীতে উল্লিখিত আছে। ইবরাহীম ইমাম মোহাম্মদের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে,

قيل لرجل : اطلقت امرأتك ثلاثا ؟ قال نعم واحدة ! قال القياس ان يقع عليه ثلاثا تطليقات ولكن نستحسن ونجعلها واحدة ـ

কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছ? সে উত্তর করিল, হাঁ! একেবারে। ইমাম মোহাম্মদ বলিলেন, 'কিয়াস সূত্রে তাহার স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পড়িয়াছে কিন্তু আমরা ইসতিহ্‌সানের সাহায্য লইব এবং উক্ত তালাককে এক তালাক গণ্য করিব। (২)

আহ্‌লে সুন্নতগণের ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বলেরও কতিপয় ছাত্র তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। (৩)

আহ্‌লে যাহেরগণের ইমাম দাউদ বিনে 'আলী এবং তাঁহার অধিকাংশ অনুগামীগণ এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিয়াছেন। আল্লামা আবুল মুফলিস ও হাফেয ইবনে হযম তাঁহাদের অভিমত স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন। (৪)

---

* ইমাম মোহাম্মদ বিনে মুকাতিল হানাফী মযহবের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের অন্যতম। ইমামে আ'যমের দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাসানের বিশিষ্ট ছাত্র।

১। শরহে-মুসলিম নববী (২) ৪৭৮ পৃঃ ; ইগাসাতুল লহ্‌ফান (১) ২৯০ পৃঃ ও ই'লাম (৩) ৪৯ পৃঃ।

২। ফতওয়া আলমগীরী (২) ৭০ পৃঃ (মলকিশোর)।

৩। উমদাতুর রিআয়া (২) ৬২ পৃঃ ; তফসীরে মযহরী (১) ২০৫ পৃঃ।

৪। উমদাতুর রিআয়া (২) ৬৭ পৃঃ ও ই'লামুল মুওক্কেয়ীন (৩) ৪৯ পৃঃ।

আর সমুদয় যুগে ইসলাম জগতের বিভিন্ন নগরে যে সকল বিদ্বান সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। নিম্নে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই শ্রেণীর কতিপয় বিদ্বানের নাম লিপিবদ্ধ করা হইল :

ইমাম আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তায়মিয়া : প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ "মুনতাকাল আখবারের" সংকলয়িতা। হাফেয ইবনুল কাইয়েম ও নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি এক সংগে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফতওয়া প্রদান করিতেন। ১

শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দিন আবুল আব্বাস ইবনে তায়মিয়া, যিনি সপ্তম শতকের মুজাদ্দিদ রূপে আখ্যাত, তিনিও উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার বিপক্ষে যে সকল আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়া থাকে তিনি স্বীয় ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডে সেগুলির জওয়াব এবং তাঁহার দাবীর পোষাকতায় বিস্তৃত দলীল প্রমাণাদির অবতারণা করিয়াছেন। এই মসআলার জন্য তাঁহার কারাদণ্ড ভোগের কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ২

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার প্রিয়তম ছাত্র হাফেয ইবনুল কাইয়েম উপরিউক্ত মসআলায় স্বীয় উসতাযের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন এবং স্বীয় গ্রন্থ "যাদুল মাআদ" "ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন" ও

১। ই'লাম (৩) ৪৯ পৃঃ; মিসকুল খিতাম (২) ২১৫ পৃঃ।

২। রুদ্দুল মাআনী (১) ৪৩০ পৃঃ; উমদাতুর রিআয়া (২) ৬৭ পৃঃ; সুবুল (২) ৯৮ পৃঃ; নয়লুল আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ; ই'লাম (৩) ৪৯ পৃঃ ও ইগাসা (১) ২৯০ পৃঃ।

৪—

"ইগাসাতুল লহফান" প্রভৃতিতে এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক প্রমাণিত করার স্বপক্ষে বহুবিস্তৃত আলোচনা এবং প্রতিপক্ষের সমালোচনা করিয়াছেন। ১

স্পেনের কর্ডোভা নগরীর তৃতীয় শতকের বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম মোহাম্মদ বিনে তকী বিনে মখ্‌লদ এবং ইমাম মোহাম্মদ বিনে আবদুস সালাম খশনী প্রভৃতি একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত আল্লামা আবুল হাসান নসফী "কিতাবুল ওয়াসায়েক" পুস্তকে আর ইমাম আয্‌দী "মুফীদুল হুক্কাম" গ্রন্থে এবং গানাভী স্বীয় পুস্তকে উধৃত করিয়াছেন। ২

উন্দুলুসের মুফতীগণের অন্যতম—আস্‌বগ বিনুল হুবার আর কর্ডোভার শায়েখ ইবনে যম্বাগ ও শায়খুল হুদাও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 'মুফীদুল হুক্কাম' ও 'কিতাবুল ওয়াসায়েকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত রহিয়াছে। স্পেনের তলীতলা অঞ্চলের ১৩ হইতে ১৯ জন পর্যন্ত ফকীহের সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফত্‌ওয়ার কথা হাফেয ইবনুল কাইয়েম তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ৩

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী ও আল্লামা নেশাপুরী স্ব স্ব তফসীরে তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার উক্তি পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি নিবন্ধের যথাস্থানে উধৃত করা হইয়াছে।

১। যাদুল মাআদ (৪) ৬০—৮৯, ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন (৩) ৪৬—৫৩ ও ইগাসাতুল লহফান (২) ২৯৩—৩২৮ পৃঃ।

২। ফত্‌হুল বারী (৯) ২৯০; ইরশাদুস-সারী (৮) ১২৭ ও নয়লুল-আওতার (৬) ১৯৭ পৃঃ।

৩। ইগাসা।

আল্লামা মুসলিহুদ্দীন মুসতফা যিনি ইবনুত্ তমজীদ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং তুরস্ক বিজয়ী খলীফা সুলতান মোহাম্মদের শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার স্বরচিত তফসীরে বয়যাভীর টীকা গ্রন্থে সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীর প্রথিতযশা বিদ্বানগণের মধ্যে ইয়ামানের আল্লামা ইবরাহীম ওযীর "রওযুল বাসিম" গ্রন্থে, আল্লামা মোহাম্মদ বিনে ইসমাঈল ইয়ামানী "সুবুলুস সালাম" গ্রন্থে আর ইমাম মোহাম্মদ বিনে আলী শওকানী তাঁহার "নয়লুল আওতার" নামক হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থে এই মসআলার সবিস্তার আলোচনার পর এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পাক ভারতের স্বনামধন্য বিদ্বানগণের মধ্যে মুহাদ্দিসকুলভূষণ শায়খুল কুল হযরত মিয়া সাহেব সৈয়েদ নযীর হুসাইন দেহলভীও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "তা'লীকুলমুগনীর" রচয়িতা তদীয় পুস্তকে ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ভূপালের নওয়াব সাহিত্যসম্রাট সৈয়েদ সিদ্দীক হাসান খান তদীয় "মিসকুল খিতাম" নামক বলুগুলমারাম হাদীসের ফার্সী ভাষ্যগ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনার পর উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সঠিক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পাটনার বিখ্যাত মুহাদ্দিস সৈয়েদ শামসুল হক তাঁর সুননে আবু দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উপরিউক্ত বিষয়ের সমর্থনে সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। আমি আলোচ্য নিবন্ধে উপরিউক্ত বিদ্বানগণের বক্তব্যেরই সারাংশ উধৃত করিয়াছি।

বহু গ্রন্থ-প্রণেতা, ফকীহ কুলাগ্রগণ্য আল্লামা ও মুহাক্কিক শায়েখ মোহাম্মাদ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী বিশেষ অসুবিধার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার অনুমতি

দিয়াছেন। ১

যে সকল ব্যক্তি দাবী করিয়া থাকেন যে, একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করিতে হইবে বলিয়া বিদ্বানগণ ইজমা করিয়াছেন, উপরিউক্ত মতভেদের তালিকা পাঠ করার পর তাঁহাদের দাবীর অসারতা, আশাকরি তাঁহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন যুগেই এ সম্পর্কে ইজমা সংঘটিত হয় নাই। সাহাবাগণের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সকল যুগেই বিদ্বানগণ সমষ্টিগত তিন তালাক সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিমত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বিদ্বানগণের মতভেদের ক্ষেত্রে সর্বদা দলীল ও প্রমাণকেই অগ্রগণ্য করা আবশ্যক আর পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে আহলে-হাদীস বিদ্বানগণের পরিগৃহীত প্রমাণ সমূহের বলিষ্ঠতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবেই।

কিন্তু সকল প্রকার দলীল প্রমাণের অবতারণা ও আলোচনা সত্ত্বেও একটি গুরুতর প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। সে প্রশ্নটি হইতেছে—আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক সমষ্টিগতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার প্রমাণগুলি উপেক্ষা করিলেন কেন? আর রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে আর হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফতে যে কার্য প্রচলিত ছিল, হযরত উমর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন কোন্ অধিকারে?

সর্ব প্রথম ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, হযরতের (দঃ) পবিত্র যুগে, হযরত আবু বকরের খিলাফতে এমন কি স্বয়ং হযরত উমরের খিলাফতের প্রাথমিক বৎসরগুলিতে মুসলমানরা যে একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করিতেন, হযরত উমর নিশ্চিত রূপেই তাহা অবগত ছিলেন। তিনি ইহাও জানিতেন

১। মজমুআয় ফতাওয়া [২] ৫৩ পৃঃ (ইউসুফী)।

যে, এই ব্যবস্থা জাতির পক্ষে সহজ ছিল। হযরত উমর সমন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা অসম্ভব যে, তিনি যদৃচ্ছভাবে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন আর যে বিষয়কে আল্লাহ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি অনর্থক তাহা দুরূহ ও সীমাবদ্ধ করার কারণ হইয়াছিলেন। আর যাঁহারা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া চলিতেন এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) পদাংকানুসরণ করাকে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) সেই মহিমান্বিত সাহাবাগণের পক্ষেও হযরত উমরের কোরআন ও সুন্নাহ-বিরোধী কার্য্যে হযরত উমরের পক্ষাবলম্বন করা অধিকতর অসম্ভব।

এই পিচ্ছিল সমস্যায় অনেকেরই পদস্খলন ঘটিয়াছে। একদল উপরিউক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া শরীআতের আদেশ নিষেধকে যদৃচ্ছভাবে বিকৃত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত করার অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন আর এক দল উমর ফারূকের পক্ষসমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া স্বয়ং রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসকেই উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তজ্জন্য নানারূপ অলীক ওযর আপত্তির আশ্রয় লইয়াছেন। আর একটি তৃতীয় দল হযরত উমরের সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহাকে অপরাধী ও গোনাহ্‌গার সাব্যস্ত করার প্রগলভতা দেখাইয়াছেন।

কিন্তু এরূপ একটি চতুর্থ দলও রহিয়াছেন, যাঁহারা কোরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র প্রভুত্ব কোন মূল্যেই ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত নন অথচ তাঁহারা বর্ণিত দলগুলির কোনটিকেই সমর্থন করেন না। তাঁহারা হযরত উমরের আচরণের এরূপ কৈফিয়ত প্রদান করিতে চান—যাহার ফলে কোরআন ও সুন্নাতের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য স্বস্থানে বজায় থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে হযরত উমরের বিরুদ্ধেও কোরআন,

সুন্নাহ্ ও ইজমার প্রতিকূল আচরণের অভিযোগ টিকিতে না পারে।

এই নিবন্ধের সংকলয়িতা উল্লিখিত চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অতঃপর হযরত উমর ফারূক সম্পর্কে শরীআতের বিধান পরিবর্তন করার অভিযোগ খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইবে।

و الله سبحانه و تعالى هو الموفق و المعين و به نستعين ـ

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী বিধানগুলি মোটামুটি দুইভাবে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আইনগুলি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এবং ইজতিহাদের পরিবর্তনে কোন অবস্থাতেই কোনক্রমে এক চুল পরিমাণও বর্ধিত, হ্রাসপ্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হইতে পারেনা। যথা ওয়াজিব আহ্কাম, হারাম বস্তুসমূহের নিষিদ্ধতা, যাকাত ইত্যাদির পরিমাণ এবং নির্ধারিত দণ্ডবিধি। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে অথবা ইজতিহাদের দরুণে উল্লিখিত আইনগুলির পরিবর্তন সাধন করা অথবা উহাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ইজতিহাদ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আইনগুলি জনকল্যাণের খাতিরে এবং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এবং অবস্থাগত হেতুবাদে সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে। যথা শাস্তির পরিমাণ ও রকমারিত্ব। জনকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও একই ব্যাপারে বিভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, যেমনঃ

(ক) মদ্যপায়ীকে চতুর্থবার ধরা পড়ার পর নিহত করার দণ্ড। —আহ্মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

(খ) যাকাত পরিশোধ না করার জন্য তাহার অর্ধেক মাল জরিমানা স্বরূপ আদায় করা। —আহমদ, নসয়ী, আবু দাউদ।

(গ) অত্যাচারীর কবল হইতে ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা প্রদান করা। —আহ্মদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

(ঘ) যে সকল বস্তুর চুরিতে হস্তকর্তনের দণ্ড প্রযোজ্য নয়, সেগুলির চুরির জন্য মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা আদায় করা।—নসয়ী ও আবু দাউদ।

(ঙ) হারানো জিনিস গোপন করার জন্য দ্বিগুণ মূল্য আদায় করা। —নসয়ী ও আবু দাউদ।

(চ) হিলাল বিনে উমাইয়াকে স্ত্রী সহবাস বন্ধ রাখার আদেশ দেওয়া। —বুখারী, মুসলিম।

(ছ) কারাদণ্ড, কষাঘাত ও দুররা মারা প্রভৃতি শাস্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করেন নাই। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি সাময়িক ভাবে আটক করার আদেশ দিয়াছিলেন। —আবু দাউদ, নসয়ী ও তিরমিযী।

রসূলুল্লাহর (দঃ) পরলোকগমনের পর খুলাফায়ে রাশেদীনও বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ও দণ্ড প্রদান করিতেন।

হযরত উমর ফারূক মাথা মুড়াইবার ও দুররা মারিবার শাস্তি দিয়াছেন! পানশালা আর যে সব দোকানে মদের ক্রয় বিক্রয় হইত, সেগুলি পোড়াইয়া দিয়াছেন।

রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে মদের ব্যবহার ক্বচিৎ হইত, হযরত উমরের যুগে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি ঘটায় তিনি এই অপরাধের শাস্তি ৮০ দুররা আঘাত নির্দিষ্ট করিয়া দেন আর মদ্যপায়ীকে দেশবিতাড়িত করেন।

হযরত উমর কষাঘাত করিতেন, তিনি জেলখানা নির্মাণ করান, যাহারা মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাতম ও কান্নাকাটি করার পেশা অবলম্বন করিত, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে তাহাদিগকে পিটিবার আদেশ দিতেন।

এইরূপ তালাক সম্বন্ধেও যখন লোকেরা বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল আর যে বিষয়ে তাহাদিগকে অবসর ও প্রতীক্ষার সুযোগ

দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সে বিষয়ে বিলম্ব না করিয়া শরীআতের উদ্দেশ্যের বিপরীত সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে তালাক দেওয়ার কার্যে বাহাদুর হইয়া উঠিল, তখন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্‌হুর ধারণা হইল যে, শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণ এই বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেনা, তখন তিনি শাস্তি ও দণ্ড স্বরূপ এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাকের জন্য তিন তালাকের হুকুম প্রদান করিলেন। যেরূপ তিনি মদ্যপায়ীর জন্য ৮০ দুর্‌রা আর দেশবিতাড়িত করার আদেশ ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ তাঁহার এ আদেশও প্রযোজ্য হইল। তাঁহার দুর্‌রা মারা আর মাথা মুড়াইবার আদেশ রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীকের সহিত সুসমঞ্জস না হইলেও যুগের অবস্থা আর জাতির স্বার্থের জন্য আমীরুল মু'মেনীন রূপে তাঁহার এরূপ করার অধিকার ছিল, সুতরাং তিনি তাহাই করিলেন। অতএব তাঁহার এই শাসনব্যবস্থার জন্য কোরআন ও সুন্নতের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে টিকিতে পারে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সুস্পষ্ট যে, খলীফা ও শাসনকর্তাগণের উপরিউক্ত ধরণের শাসনমূলক ব্যবস্থাগুলির প্রকৃতি সর্বদাই অস্থায়ী ও পরিবর্তনসাপেক্ষ। যে সকল ব্যবস্থা আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নাহতে বর্ণিত এবং উক্ত দুই বস্তু হইতে গৃহীত, কেবল সেইগুলিই আসল ও স্থায়ী এবং ব্যাপক আইনের মর্যাদা লাভ করার অধিকারী। সুতরাং উমর ফারূকের শাসনমূলক অস্থায়ী ব্যবস্থাগুলিকে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দান করা আদৌ আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে যদি বুঝা যায় যে, তাঁহার শাসনমূলক ব্যবস্থা জাতির পক্ষে সংকট ও অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং

দণ্ডবিধির যে ধারার সাহায্যে তিনি সমষ্টিগত তিন তালাকের বিদ্‌আত রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সেই শাসনবিধিই উক্ত বিদ্‌আতের ছড়াছড়ি ও বহুবিস্তৃতির কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে যেরূপ ইদানীং তিন তালাকের ব্যাপারে পরিলক্ষিত হইতেছে যে, হাজারে ও লাখেও কেহ কোরআন ও সুন্নাহর বিধানমত স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে কিনা সন্দেহ, এরূপ অবস্থায় হযরত উমরের শাসনমূলক অস্থায়ী নির্দেশ অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে এবং প্রাথমিক যুগীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে। আমাদের যুগের বিদ্বানগণের কর্তব্য প্রত্যেক যুগের উম্মতের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং জাতীয় সংকট বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হওয়া। গোঁড়ামি আর অন্ধ গতানুগতিকতার খাতিরে মুসলমানদিগকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া উলামায়ে ইসলামের উচিত নয়।

সর্বশেষ কথা এই যে, হাফিয আবু বকর ইসমাঈলী সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে শরয়ী তিন তালাক রূপে গণাকরার জন্য হযরত উমর ফারূকের পরিতাপ ও অনুশোচনা সনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি মুস্‌নদে উমরে লিখিয়াছেন,

اخبرنا ابو يعلى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن ابى مالك عن ابيه قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما ندمت على شئى ندامتى على ثلاث : ان لا اكون حرمت الطلاق وان لا انكحت الموالى وعلى ان لا اكون قتلت النوائح ـ

হাফেয আবু ইয়া'লা আমাদের কাছে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, সালিহ্‌ বিনে মালেক আমাদের কাছে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, খালেদ বিনে ইয়াযীদ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বীয় পিতা ইয়াযীদ বিনে মালিকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত উমর বিনুল-

খাত্তাব বলিলেন, তিনটি বিষয়ের জন্য আমি যেরূপ অনুতপ্ত, এরূপ অন্য কোন কার্যের জন্য আমি অনুতপ্ত নই : প্রথমতঃ আমি তিন তালাককে তিন তালাকগণ্য করা কেন নিষিদ্ধ করিলামনা। দ্বিতীয়তঃ কেন আমি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদিগকে বিবাহিত করিলাম না, তৃতীয়তঃ অগ্নি-পতঙ্গ কেন হত্যা করিলামনা। ইগাসার নূতন সংস্করণে আছে,

وعلى ان لا اكون قتلت النوائح ـ

কেন আমি ব্যবসাদার ক্রন্দনকারীদের হত্যা করিলাম না। ১

এই স্থানেই তিন তালাক প্রসংগে শেষ করা হইল।

والله اعلم بالصواب وعنده علم الكتاب وصلى الله على محمد امام المرسلين وعلى اله وصحبه نجوم المهتدين والحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا ـ

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী

ঢাকা
১৯/৯/৫৭

সমাপ্ত

১। ইগাসাতুল লুহফান (১) ৩৩৬ পৃষ্ঠা

আরাবী ভাষায় লিখিত কয়েকটি অভিমতের অনুবাদ

১। জওয়াব সত্য হইয়াছে, আর সত্যই অনুসরণযোগ্য।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ নদ্‌ভী
অধ্যক্ষ, আরবী বিভাগ/
মাদ্‌রাসা আলীয়া, ঢাকা

২। জওয়াব সঠিক হইয়াছে। কবীরুদ্দীন রহমানী

৩। আমি ফতওয়াটি অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, ইহা যুক্তি-যুক্ত, দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কিতাব ও সুন্নত মুতাবিক হইয়াছে। আল্লাহ সমুদয় মুসলমানের পক্ষ হইতে আল্লামা মুফ্‌তী সাহেবকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন!

আবুল কাসেম রহমানী

৪। আমি এই নিবন্ধ আগাগোড়া অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। আমি বলিতে পারি, ইহা বিশেষ গবেষণা ও সত্যানুসন্ধিৎসার ভাব লইয়া লেখা হইয়াছে এবং ইহা পাক কোর-আন ও মহিমান্বিত সুন্নত-ভিত্তিক। মাননীয় লেখক বিষয়টি এরূপ পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করিয়াছেন যে, প্রয়োজনীয় একটি কথাও ইহাতে বাদ পড়ে নাই। এ বিষয়ে এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর নিবন্ধ উর্দ্দু বা বাঙলায় লিখিত হয় নাই। আল্লাহ লেখককে সুন্নত অনুসারীগণের পক্ষ হইতে পুরস্কৃত করুন। সত্যের পর গোম্‌রাহী ব্যতীত আর কোন পথ নাই।

মুনতাছির আহমদ রহমানী

৫। জওয়াব সঠিক হইয়াছে।

মোহাম্মদ আবদুল হক হক্কানী মুর্শিদাবাদী

৬। এই নিবন্ধ আমি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছি, ইহা কোরআন ও হাদীসের মুতাবিক, সঠিক সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য।

মোহাম্মদ আবদুস সামাদ কুমিল্লাবী, মুম্‌তাযুল মুহাদ্দেসীন।

—: : –